বিদ্রোহের প্রভাব কতদূর?" গৃহবাসীরা রাজপুরুষকে একবার আপনাদের দলে জ্ঞান করিয়া তাবৎ কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন—এতদূর তিনি অন্তরঙ্গ ছিলেন যে তাঁহাকে কোন কথা গোপন করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ বিদ্রোহের পরিচয় দিয়াই তিনি বাঙ্গলা দেশে আগমন পর্য্যন্ত ঐখানে আবাস পাইয়াছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত কুলশীল ও অসাধারণ-বুদ্ধিসম্পন্ন দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ভয়ও করিত। অতএব সংক্ষেপে এই কহিল যে "পশ্চিমের সংবাদ শোচনীয়—দিল্লীর বাদসাহ সিপাহীদিকে আশ্রয় দিয়াছেন, ফিরিঙ্গী ও তৎকর্ম্মচারিগণ হত হইয়াছেন; নানাসাহেব লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করিতে না করিতে তথায় বিদ্রোহ প্রস্ফুটিত হইয়াছে; পঞ্জাবের দ্বারস্বরূপ ফিরোজপুর ও আগ্রার দ্বার স্বরূপ আলিগড় সিপাহী হস্তগত হইয়াছে। এখন সকলে মিলিত হইলে ও বারাকপুরের সিপাহিগণ উত্তেজিত হইলেই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ হয়।" সঙ্কুচিত দল রাজপুরুষের নিকট অধিক মনোভিপ্রায় প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক, অতএব কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ রহিলেন। এই নিস্তব্ধ ভাব মোচনার্থ রাজপুরুষ তাঁহার সহচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কলিকাতার বাজারাদি দেখা হইয়াছে? কল্যই পশ্চিমে যাইতে হইবেক।"

সহচর নিতান্ত বিষণ্ন ও সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন "আমার মনোমত দ্রব্যাদি ক্রয় হয় নাই!"

"কেন তোমাকে যে দশ মুদ্রা দিয়াছিলাম তুমি কি করিলে?

সহচর নিস্তব্ধ রহিলেন এবং বারম্বার পৃষ্ট হইয়া কহিলেন "আমি কোন খরচ করি নাই।"

"তবে কি হইল?"

সহচর আপন কটিদেশ দেখাইয়া কহিলেন বস্ত্র ছেদন করতঃ কে উহা হরণ করিয়াছে। তৎশ্রবণে কলিকাতা বাসীরা আগন্তুকগণকে উপহাস করতঃ কিঞ্চিৎ দুঃখও প্রকাশ করিলেন।

রাজপুরুষ কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন "কল্য ইহার প্রতিবিধান করিব, আমার টাকা জীর্ণ করে এরূপ লোক বিরল।" গৃহস্থ মণ্ডলী হাস্য করিল।

(ক্রমশঃ)

# ইংরেজজাতি ও ইংলণ্ডীয় শাসনপ্রণালী।

এখন যে ইংরেজেরা ভারতবর্ষের উপর একাধিপত্য করিতেছেন, ইউরোপখণ্ডের এককোণে ইংলণ্ড বলিয়া একটী ক্ষুদ্র দেশ আছে সেই খানে ইহাঁদের বাস। ইংলণ্ডের সহিত ওয়েল্‌স ও স্কট্‌লণ্ড নামে দুইটী প্রদেশ একত্র হইয়া গ্রেট ব্রিটেন দ্বীপ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এই দ্বীপটী পশ্চিমস্থ আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যে। ইহা ইংলিস্ প্রণালী দ্বারা ফ্রান্স হইতে এবং জর্ম্মণীয় সাগর দ্বারা জর্ম্মণি, হলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে পৃথক্ হইয়া আছে। ১৯০০ বৎসর পূর্ব্বে এই দ্বীপকে ব্রিটেন বলিত এবং ইহাতে ব্রিটন নামে এক অসভ্যজাতি বাস করিত। তাহারা পর্ব্বতের গহ্বরে বা পাতালতার ঘরে থাকিত, গাছের বাকল বা জন্তুর ছাল পরিত এবং কাঁচা মাংস ও ফলমূল ভক্ষণ করিত। রোমানেরা তাহাদিগকে জয় করিয়া প্রায় ৪০০ বৎসর শাসন করেন। পরে জর্ম্মণির উত্তরাংশ হইতে আঙ্গল ও সাক্সন নামক জাতি ব্রিটেন জয় করিয়া আপনাদের নামে ইহার নাম ইংলণ্ড রাখিলেন এবং তথায় আঙ্গলো সাক্সন ভাষা প্রচলিত করিলেন। এই সময় হইতে ইংরেজজাতির সূত্রপাত হয়। প্রায় দেড় হাজার বৎসর হইল, যখন প্রাচীন ভারত, পারস্য, বাবিলন, মিসর, গ্রীস, রোম প্রভৃতির সৌভাগ্যসূর্য্য ক্রমে ক্রমে অস্তমিত হইল, তখন এই জাতির আরম্ভ। কিন্তু দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে ইহাঁরা পৃথিবীর এক সর্ব্বপ্রধান জাতি হইয়া উঠিয়াছেন এবং বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন জাতি সকলের পুনরুদ্ধারের সাহায্য করিতেছেন।

যে সাক্সন জাতির কথা উল্লেখ করা গেল তাহারা খৃষ্টাব্দ ৪৪৯ হইতে ১০৬৬ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের রাজত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। মধ্যে কেবল কিছুকাল দিনামার জাতি তাঁহাদিগকে অধীন করিয়া রাখেন। ১০৬৬ অব্দে ফ্রান্সের নর্ম্মান্ জাতি ইংলণ্ড জয় করিলেন এবং দেশবাসীদিগকে অতি নিষ্ঠুররূপে শাসন করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাদিগের সংখ্যা অধিক না হওয়াতে তাঁহারা ক্রমে ইংরেজদিগের সহিত মিশিয়া গেলেন। তাঁহাদিগের রক্ত ইংলণ্ডের রাজবংশে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাঁহা-

দিগের ভাষা, আচার ব্যবহার প্রভৃতি স্যাক্‌সনদিগের ভাষা ও রীতি নীতির অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে ইংরেজ জাতির প্রকৃতি ক্রমশ উন্নত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। এই ইংরেজ জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে স্বাধীনতার জন্য, স্বজাতির উন্নতি ও স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাহাদিগের যে কি অবিশ্রান্ত ও অসাধারণ অধ্যবসায় তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হয়। ইহার জন্য তাঁহারা রাজাদিগের সহিত অনেকবার বিবাদ করিয়া আসিয়াছেন, একটী রাজার শিরশ্ছেদ করিয়াছেন, রাষ্ট্রবিপ্লাবন দ্বারা বিদেশীয় রাজাদিগকে মনোনীত করিয়া স্বদেশীয় সিংহাসনে বসাইয়াছেন এবং আপনাদিগের বাঞ্ছিত নিয়ম প্রণালী ও শাসনপ্রণালী সংস্থাপন করিয়া জাতীয় মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, তাহাদিগের নাম কার্য্য নিয়ামক ও ব্যবস্থাপক বিভাগ।

কার্য্য নিয়ামক সভার কর্ত্তৃত্ব রাজার হস্তে; কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী নহেন, কতকগুলি নিয়মের অধীন মাত্র। রাজার প্রধান কর্ত্তব্য এই, তিনি প্রজাদিগকে নিয়ম অনুসারে শাসন করিবেন। রাজা যদিও বিচারপতি এবং সকল নিয়মের পরিচালক, কিন্তু যে নিয়ম একবার সংস্থাপিত হইয়া প্রজাদিগের নিজস্ব সম্পত্তি হইয়াছে তাহার কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন করিবার সাধ্য তাঁহার নাই; কারণ সেই নিয়ম সকল দ্বারাই তাঁহাকে শাসন করিতে হইবে। ঈশ্বর এবং নিয়ম ব্যতীত রাজার উপরে আর কেহ কর্ত্তা নাই। ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থার একটী মূল সূত্র এই, রাজা শাসন কার্য্যে অন্যায় করিতে পারেন না, কারণ তিনি কর্ম্মচারিগণ দ্বারা শাসন করেন এবং তাহারা নিয়মের নিকট দায়ী। শাসন কার্য্যে কোন দোষ ঘটিলে কর্ম্মচারীরা তজ্জন্য নিন্দিত ও দণ্ডার্হ হন। আর একটী মূল সূত্র—রাজা কখন মরেন না অর্থাৎ কার্য্যনিয়ামক ক্ষমতা কখন বিনষ্ট হয় না। রাজা ধর্ম্মমন্দির সকলের পার্থিব অধ্যক্ষ, কিন্তু তিনি প্রচলিত ধর্ম্মের পরিবর্ত্ত করিতে পারেন না। তিনি সকল সৈন্যের অধিনায়ক, কিন্তু পার্লেমেন্ট সভার সম্মতি ভিন্ন সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন না এবং বৎসর বৎসর নূতন সম্মতি না লইয়া তাহা রক্ষণ করিতেও পারেন না। টাকা মুদ্রাঙ্কিত করিবার

ক্ষমতা তাঁহার, কিন্তু তিনি আদর্শের পরিবর্ত্ত করিতে পারেন না। গবর্ণমেন্ট মহাসভা আহ্বান ও ভঙ্গ প্রভৃতির ক্ষমতা তাঁহার, কিন্তু অন্ততঃ ৭ বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে নূতন পার্লেমেন্ট আহ্বান করিতে হইবে। রাজা ন্যায় বিচারের জন্য প্রজাদিগের নিকট দায়ী, অনুগ্রহ স্বরূপ যেরূপ ইচ্ছা বিচার করিলে চলিবে না। বিদেশী রাজা সকলের সহিত মৈত্রী, সন্ধি, বিগ্রহ ইত্যাদি করিবার তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। রাজা দয়ার আধার, তিনি সম্পূর্ণ বা আংশিক রূপে সাধারণ অপরাধীর যে কোন অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন। তিনি সকল মর্য্যাদারও আকর; উপাধি, পদ ও সম্মান দিবার ক্ষমতা কেবল তাঁহারই।

ব্যবস্থাপক বিভাগের ক্ষমতা পার্লেমেন্ট মহাসভার হস্তে। এই মহাসভা রাজা, সম্ভ্রান্ত লোক ও সাধারণ লোক লইয়া হয়। সম্ভ্রান্ত সমাজ বা হাউস্ বা লর্ডস্—দুই জন প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ২৪ জন ইংলণ্ডীয় এবং ৪ জন আয়র্লণ্ডীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং ৪০০ জন অন্য সম্ভ্রান্ত উপাধিধারী লোক সম্ভ্রান্ত সমাজের সভ্য। সাধারণ সমাজের সভ্য ৬৫৮ জন এবং তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন কাউন্টী বা জেলা, বিশ্ববিদ্যালয়, নগর বা উপনগর হইতে মনোনীত হয়েন। ইহার মধ্যে ইংলণ্ড হইতে ৫০০, আয়র্লণ্ড হইতে ১০৫ এবং স্কট্লণ্ড হইতে ৫৩ জন মনোনীত হন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে মনোনীত হইলেও দেশ সাধারণের মঙ্গল সাধনই সভ্যদিগের কর্ত্তব্য। শাসন প্রণালীর দোষ নিবারণ বা সংশোধন; সাধারণ বা ব্যক্তি বিশেষের কষ্ট নিরাকরণ; রাজ্য সংক্রান্ত আয় ব্যয় পরিদর্শন; অনুসন্ধান ও দোষোদ্ঘোষণ দ্বারা বিচার কার্য্যের সকল বিভাগের সংস্করণ; সুনিয়ম ব্যবস্থাপনের সাহায্যদান; এবং সর্ব্বপ্রকার নিয়মসঙ্গত উপায় দ্বারা প্রজাদিগের শান্তি, স্বাধীনতা ও সৌভাগ্য রক্ষণ ও বর্দ্ধন করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। সাধারণ সমাজ বা হাউস্ অব কমন্স্ যুদ্ধের সৈন্য সংগ্রাহক ও রাজকোষ রক্ষক এবং সকল প্রকার কর সংগ্রহ বা আনুকুল্যদান স্থলে তাহাদিগের সম্মতি সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। টাকাদানে অস্বীকৃত হইয়া তাঁহারা সকল কার্য্য স্থগিত করিতে পারেন। যে কোন সভা হইতে নূতন নিয়মের প্রস্তাব হইতে পারে, কিন্তু তিন সভার গ্রাহ্য না হইলে কোন নিয়ম কার্য্যকর হইবে না। তিন সভার

এক সভার অসম্মতিতে নূতন নিয়ম হইতে পারে না, কিন্তু তিন সভার সম্পূর্ণ সম্মতি ভিন্ন পুরাতন কোন নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না।

ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থা প্রণালী যে এত উত্তম, তাহার কারণ ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ পরস্পরকে শাসন করিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভা কার্য্য নিয়ামক সভার ন্যায্য কোন ক্ষমতার ব্যাঘাত করিতে পারেন না। সাধারণ সমাজ সম্ভ্রান্ত সমাজের দমন কর্ত্তা এবং রাজা উভয়ের দমন কর্ত্তা। আবার সাধারণ সমাজ ও সম্ভ্রান্ত সমাজ রাজার কর্ম্মচারীদিগের চরিত্র অনুসন্ধান, দোষোৎঘোষণ ও দণ্ডবিধান করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়া রাজকীয় ক্ষমতাকে দমনে রাখিতে পারেন।

## নূতন সংবাদ।

১। ফরাসী ও প্রুসীয়দিগের মহাযুদ্ধ এতদিনের পর এক প্রকার শেষ হইয়াছে। ফরাসীরা যেমন গর্ব্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দর্প তেমনি চূর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা সকল স্থানে হারিয়া এবং সম্রাট ও অসংখ্য সৈন্য হারা হইয়া রাজধানী পারিস রক্ষার্থ প্রাণপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে ভগ্নাশ হইয়া শত্রুদিগের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। প্রুসীয় মহারাজ যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ১০০ কোটি টাকা ও দুই তিনটী স্থানের অধিকার চাহিয়াছেন। ইদানীং ফরাসীরা যেরূপ বিলাসী, বৃথাড়ম্বর প্রিয় এবং অসার হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে তাহাদিগের এরূপ দুর্গতি হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। অধিক বাড়িলেই পতন, এটী ঈশ্বরের অখণ্ড নিয়ম।

২। ফ্রান্সের মহারাণী ইউজিনকে রাজক্ষমতা দিয়া সম্রাট্ যুদ্ধে গমন করেন। রাজ্যের বিপ্লব সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি ইংলণ্ডে প্রস্থান করেন। তাঁহার নিজ সম্পত্তি মণিমাণিক্যাদিতে ৫০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক মুদ্রা আগস্ট মাসে ইংলণ্ডে জমা হইয়াছিল।

৩। বিলাতের একটী বালক ৩ বৎসর বয়স হইতে তমাক খাইতে আরম্ভ করে। ইহাতে তাহার পক্ষাঘাত রোগ হইয়াছে।

৪। পার্লেমেণ্টের নূতন দরবার খুলিয়াছে। আমাদিগের মহারাণী একটী সুদীর্ঘ শান্তি সূচক বক্তৃতা করিয়াছেন। রাজ্ঞী পারিসের দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ কয়েক জাহাজ খাদ্য পাঠাইয়াছেন।

৫। এবারকার ১১ই মাঘের ব্রাহ্ম সমাজের সাংবৎসরিক মহোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মমন্দিরে স্ত্রীলোকদিগের যে স্বতন্ত্র বিভাগ আছে তাহাতে এত ব্রাহ্মিকা উপস্থিত হইয়াছিলেন যে নিতান্ত স্থানাভাব হইয়াছিল।

৬। আমাদিগের দেশের কোন স্ত্রীলোকের ২০।২২ বৎসরের মধ্যে সন্তান না হইলে তিনি বন্ধ্যা বলিয়া গণ্য হন। সম্প্রতি আমাদিগের কোন পরিচিত রমণীর ৩০ বৎসর বয়সের পর প্রথম সন্তান হইয়াছে। এডুকেশন গেজেটের রাজসাহীর একজন সংবাদ দাতা লেখেন ৪০।৫০ বৎসর বয়সের একজন স্ত্রীলোক এককালে ৩টী সন্তান প্রসব করে, কিন্তু তাহাদের সকলেই অবিলম্বে মরিয়া যায়, এই প্রথম প্রসব।

৭। কুলীন কন্যা বিধুমুখীকে লইয়া যে মোকর্দ্দমা হইতেছিল তাহা শেষ হইয়াছে। উক্ত বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত প্রমাণ হওয়াতে তাঁহার মাতুলদিগের নিকট থাকিয়া স্বেচ্ছানুরূপ জ্ঞান ও ধর্ম্মানুশীলন করিতে সক্ষমা হইবেন।

৮। অবলাবান্ধব বলেন, অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে একটী বালিকা জন্মে; তাহার সর্ব্বাঙ্গ মনুষ্যের ন্যায়, কিন্তু হস্তের পরিবর্ত্তে পক্ষ ও তাহার অগ্রভাগে অঙ্গুলি ও নখের চিহ্ন দেখা যায়। সেটী ভূমিষ্ঠ হইয়াই প্রাণত্যাগ করে। যাহাদিগের উৎপত্তি অস্বাভাবিক, দয়াময় পরমেশ্বর তাহাদিগকে জীবিত রাখিয়া কষ্টভাগী করেন না।

৯। দক্ষিণ ভারতবর্ষের তাঞ্জোর প্রদেশে উচ্চ জাতীয় স্ত্রীলোকদের জন্য একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় হইয়াছে। ইংলণ্ড হইতে শিক্ষয়িত্রী আসিবে।

১০। সুলভ সমাচার পত্রে এই সংবাদটী লিখিত হইয়াছে।

"আমাদিগের মহারাণী ভিক্টোরিয়া এদেশের লোকদের কত যত্ন এবং স্নেহ করেন তাহা আমাদিগের পাঠকগণের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। ভারত সংস্কার সভা দেশের কারিকর প্রভৃতি সাধারণ লোক এবং স্ত্রীলোকদিগের যে ভাল করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহা শুনিতে পাইয়া সভার সভাপতি বাবু কেশব চন্দ্র সেনকে তাঁহার সেক্রেটরি দিয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া এক খানি চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।"

১১। ইটালি এবং ফরাসীদেশের মধ্যে একটী বৃহৎ পর্ব্বত ভেদ করিয়া রেলের গাড়ী যাইবার জন্য একটী বৃহৎ সুড়ঙ্গকে পৃথিবীর মধ্যে একটী আশ্চর্য্য কাণ্ডের মধ্যে গণনা করিতে হইবে। জামালপুরে যে সুড়ঙ্গ আছে ইহার কাছে তাহাকে আর সুড়ঙ্গ বলা যায় না। সুড়ঙ্গটী প্রায় ৪চারি ক্রোশ লম্বা এবং ১৫ বৎসরের পরিশ্রমের পর তবে শেষ হইয়াছে। ফরাসী ইংরাজ ও ইটালি দেশের লোক মিলিয়া এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে।

# বামাগণের রচনা।

## প্রার্থনা।

হে জগদীশ্বর, পাপ তাপ হর,
জ্বলে মরি প্রাণ যায়।
কে আছে আমার, তোমা বিনা আর,
মতি রাখি তব পায়॥
অনাথের নাথ, তুমি জগন্নাথ,
তুমি অখিলের পতি।
তোমার কৃপায় জীব সমুদায়,
মহীতলে করে স্থিতি॥
আমি মূঢ় জন, না জানি সাধন,
হিতাহিত জ্ঞান হীন।
এভব মণ্ডলে, ঘোর মায়া জালে,
বদ্ধ আছি নিশি দিন॥
আত্মসুখ লাগি, সদা অনুরাগী,
মত্ত থাকি অনিবার।
তব প্রতি মন, থাকে অনুক্ষণ,
নিবেদন এ দীনার॥
পেয়ে পরিজন, ভুলে গেল মন,
সংসার ভাবিনু সার।
এভব পাথারে, পাসরি তোমারে,
কেমনে হইব পার॥
ভাই বন্ধু জন, অর্জিত আপন,
কালি কেহ কারু নয়।
বিভব দেখিলে, তাহারা সকলে,
কাছে আসে নত প্রায়॥

কিন্তু ধন গেলে, পলায় সকলে,
নাহি করে অন্বেষণ।
এইত আচার, করে বার বার,
সংসারের সর্ব্বজন॥
ওহে মূলাধার, কর মোরে পার,
এ ভব সাগর হতে।
তব কৃপাবিনা, কিছুই দেখি না,
আশা মম এ জগতে॥
তোমার কৃপায়, সদা বায়ু বয়,
যাহাতে জীবন ধরি।
নদী যত সব, আজ্ঞাধীন তব,
তৃষ্ণা যাতে দূর করি॥
আছে গ্রহ যত, তব আজ্ঞা মত,
চলিছে গগণ পথে।
তব মহিমায়, রবি আলো দেয়,
শশি ভ্রমে তারা সাথে॥
আমার প্রার্থনা, চরণে ধারণা,
কর তুমি বিশ্ব পতি।
যায় যেন ভয়, ওহে দয়াময়,
তোমাতেই থাকে মতি॥

শ্রীরঘুমণি দেবী।

---

## ভারত সংস্কারক।

কোন এক মহামতি, দেখে ভারতের গতি,
ভারত সংস্কার সভা করেন স্থাপন।
ধন্য সে সাধুর চিত, মঙ্গল ভাব পূরিত,
নিয়ত সৎকার্য্য করি আনন্দে মগন॥
সভা সংস্থাপিত করে, দুঃখীর হিতের তরে,
পঞ্চবিভাগেতে তাহা করেন বিভাগ।
নিজ সুখ পরি হরি, পিতার আদেশ ধরি,
পরহিতে দিবা নিশি কত অনুরাগ॥

এমন হিতার্থী বন্ধু, দেখিনা দেখিনা কভু,
নারীকুল উন্নতিতে সদত চিন্তিত।
ভারত সন্তান হেন, হলে দুই এক জন,
ভারত উন্নতি তবে হইবে নিশ্চিত ॥
ভারত মঙ্গল তরে, কত কষ্ট সহ্য করে,
অপার জলধি তরে ইংলণ্ডে গমন।
রাজমাতা সন্নিধানে, ভারতের কন্যাগণে,
দুঃখের কাহিনী তিনি করেন বর্ণন ॥
শুনিয়া কন্যার গতি, জননী কাতরা অতি,
করেন উৎসাহ দান হেন সাধু জনে।
আর যত কুৎসিত, আছে ভারত চলিত,
দৃঢ় মনে সযতনে যত্ন উচ্ছেদনে ॥
ধন্য ভ্রাতঃ তব চিতে, নারী কুল উদ্ধারিতে,
না জানি কতই চিন্তা হতেছে উদয়।
বুঝিলাম এত দিনে, অবলা দুঃখিনিগণে,
জ্ঞান ধর্ম্মে অলঙ্কৃত হইবে নিশ্চয় ॥
ভারত সংস্কার তরে, কার্য্যভার লয়ে করে,
কতই নিয়ম তুমি করিছ মনন ॥
সুউপায় করি ধার্য্য, আরম্ভিলে সভা কার্য্য,
অবশ্য হইবে তব বাসনা পুরণ।
ওগো! মাতা বঙ্গ ভুমি, এমন সন্তান তুমি,
যে দিনেতে রত্ন গর্ভে করিলে ধারণ।
সেই দিন হতে গত, তব দুরবস্থা যত,
বুঝিলাম সমুদিত সুখের তপন ॥
যাঁহার করুণা বলে, সাধুর হৃদি কমলে,
পর উপকার ব্রত সদা বিরাজয়।
চরণে প্রণাম তাঁর, কর সবে বার বার,
ভক্তিভাবে যত আছ বঙ্গ বাসি চয় ॥
বঙ্গের রমণী যত, হয়ে এস এক মত,
কৃতজ্ঞ কুসুম হার গাঁথি যত্ন করে।
আনন্দ মনেতে দিই সে ভ্রাতার করে ॥

যোগমায়া চক্রবর্ত্তী।

## ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

কোথা ওহে দয়াময় জগত জীবন,
কৃপা করি কৃপাময় দেহ শ্রীচরণ।
যতেক সঞ্চিত পাপ করিয়া স্মরণ,
খেদেতে অন্তর মম করিছে ক্রন্দন।
পাপের সাগরে নাথ হইয়া পতিত,
জানিতে না প্যারি নিজে কোন হিতাহিত।
একেত অবলা নারী জ্ঞান বুদ্ধি হীন,
তায় আরো বিদ্যাহীনা আছি চির দিন।
বৃথা কাটাতেছি কাল সংসার মায়ায়,
চাই না কেমনে পাই তব পদাশ্রয়।
দেখিতে মানব কায় কিন্তু পশু মত,
বিদ্যা-বুদ্ধি উপদেশে হইয়া বঞ্চিত।
কদাচারে বদ্ধ হয়ে সদা মন মম,
লঙ্ঘন করিছে কত তোমার নিয়ম।
তথাপি তোমার দয়া বর্ণিতে না পারি,
আনিতেছ ধর্ম্মপথে বলে আপনারি।
আমার যে অপরাধ সংখ্যা নাহি তার,
তেমনি তোমার দয়া অসীম অপার।
এই মাত্র আছে নাথ সাহস আমার,
ক্ষমিবে করুণা গুণে যত পাপাচার।
দূর কর দয়াময় দাসীর দুর্গতি,
দীনবন্ধো! দয়া কর এদীনার প্রতি।
নাহি জানি পিতা আমি তব স্তুতি নতি,
তোমা বিনা বিশ্বনাথ নাহি অন্যগতি।
কৃপাসিন্ধু নাম তব জানি হে নিশ্চয়,
চরণে আশ্রয় দিয়া দূর কর ভয়।

অনাথের নাথ তুমি নির্ধনের ধন,
দুর্ব্বলের বল তুমি অন্ধের লোচন।
অগতির গতি তুমি পতিত পাবন,
নিজাশ্রয়ে রাখি সবে করিছ পালন।
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী বন্ধু পরিজন,
না করে যতন কেহ তোমার মতন।
তোমার গুণের নাথ নাহিক তুলন,
সংসারের সার, তুমি অদ্বিতীয় ধন।
কে বর্ণিতে পারে প্রভু মহিমা তোমার,
অপার মহিমা বর্ণি কি সাধ্য আমার।
তাহাতে যে পিতা আমি অতি অভাগিনী,
তোমার যথার্থ তত্ত্ব কিছু নাহি জানি।
দয়া কর দয়াময় এই অধীনীরে,
পরিত্রাণ পাই যাতে এ ভব তিমিরে।
তোমার নিকটে পিতা এই ভিক্ষা চাই,
করিয়া তোমার সেবা জীবন কাটাই।
কায়মনে প্রাণপণে যাবত জীবন,
হৃদয়ে তোমায় যেন করি দরশন।
যখন আসিবে সেই দুরন্ত শমন,
বলে ধরি লয়ে যাবে আপন ভবন।
প্রস্তুত থাকি হে যেন সেই অসময়,
অধীনী কন্যাকে নাথ দিও পদাশ্রয়।
তোমারে সহায় করে যেন জয়ী হই,
অনুক্ষণ ছায়া তুল্য তব সঙ্গে রই।
বার বার নমস্কার চরণে তোমার,
কৃপা করি লহ মম এই উপহার।

শ্রীরামমতি।
কৃষ্ণনগর।

PRINTED AT J, G. CHATTERJEA & CO.'S PRESS. 115 AMHERST STREET,

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৯১ সংখ্যা } ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১২৭৭। { ৬ষ্ঠ ভাগ।

## মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার দয়া।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী অসবরণ নামক স্থানে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি পীড়িত হইয়া শয্যায় পড়িয়া আছে, এমন সময় এক দিন একটী মহিলা শোক-সূচক বস্ত্র পরিধান করিয়া গম্ভীর ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং শয্যার পার্শ্বে বসিয়া এক খানি পুস্তক হইতে তাঁহাকে ধর্ম্মবিষয়ক কথা সকল পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। রোগী ব্যক্তি মহিলাটীর গম্ভীর শোকার্ত্ত চিত্ত দর্শনে ও সস্নেহ মৃদু হিতবাক্য শ্রবণে আপনার ক্লেশের কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব বোধ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ যে সকল কথা ব্যথিত জনের অন্তঃকরণে শান্তি দান করিতে পারে তিনি তাহাই শুনাইতে ছিলেন। এমন সময় সেই স্থানের ধর্ম্মযাজক ঐ রোগীর গৃহে আগমন করিলেন। তিনি গৃহদ্বারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এক প্রশান্তমূর্ত্তি রমণী পীড়িত ব্যক্তিকে ধর্ম্মের কথা শুনাইতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহের মধ্যে যাইতে ক্ষান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। তখন সেই মহিলা তাঁহাকে দেখিয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন আপনি গৃহে আসিয়া আসন গ্রহণ করুন। রোগার্ত্ত ব্যক্তিকে ধর্ম্মযাজকের সুখকর সহবাস হইতে বঞ্চিত করা উচিত নয়। এই কথা বলিয়া তিনি স্বস্থানে গমন করিলেন। তাঁহার হাতের পুস্তক খানি শয্যাতেই পড়িয়া রহিল।

ধর্ম্মযাজক পুস্তক খানি পড়িয়া রহিল দেখিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন এবং যেমন তাহা খুলিয়া পড়িতে যাইবেন অমনি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। কারণ মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ঐ পুস্তক লইয়া ঐ সামান্য ব্যক্তির রোগ-শয্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

---

## স্ত্রীধন।

কোন্ কোন্ প্রকার ধন, শাস্ত্রমতে স্ত্রীধন তাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করা গিয়াছে। এক্ষণে এই সকল স্ত্রীধনে স্ত্রী কতদূর সম্পূর্ণ স্বাধীন বা স্বামীর অধীন তাহা নিরূপণ করা যাইতেছে। কাত্যায়ন ঋষির বচনানুসারে ঃ—

ঊঢ়য়া কন্যয়া বাপিপত্যুঃ পিতৃগৃহেঽথবা।
ভর্ত্তুঃ সকাশাৎ পিত্রোর্ব্বা লব্ধং সৌদায়িকং স্মৃতং॥
সৌদায়িকং ধনং প্রাপ্য স্ত্রীণাং স্বাতন্ত্র্যমিষ্যতে।
যস্মাত্তদানৃশংস্যার্থং তৈর্দত্তং তৎপ্রজীবনং॥
সৌদায়িকে সদাস্ত্রীণাং স্বাতন্ত্র্যংপরিকীর্ত্তিতং।
বিক্রয়েচৈব দানেচ যথেষ্টং স্থাবরেষ্বপি॥

বিবাহিতা বা অবিবাহিতা দুহিতা পতির বা পিতার গৃহে পতি কিম্বা পিতা মাতার নিকট হইতে যাহা পায় তাহাকে সৌদায়িক বা প্রীতিলব্ধ ধন কহে। প্রাপ্ত সৌদায়িক (১) ধনে স্ত্রীদের স্বাধীনতা আছে, যেহেতু জ্ঞাতি কুটুম্ব তাহা তাহাদের সন্তোষ বা ভরণ পোষণের জন্য প্রদান করিয়া থাকেন। সৌদায়িক ধনের স্থাবর (২) অর্থাৎ ভূমি সম্পত্তি প্রভৃতিও ইচ্ছানুসারে দান বিক্রয় করিতে স্ত্রীদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে।

ভর্ত্রা প্রীতেন যদ্দত্তং স্ত্রিয়ৈ তস্মিন্ মৃতেপিতং।
সা যথাকাল মশ্নীয়াৎ, দদ্যাদ্বা স্থাবরাদৃতে॥ নারদঃ॥

পতি প্রীতি প্রযুক্ত স্ত্রীকে যাহা দেন, পতি মরিলেও তাহা ঐ স্ত্রীর, সে তাহা ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিবে এবং স্থাবর ব্যতিরেকে দান করিবে।

---

(১) পিতা, মাতা ও ভর্ত্তার জ্ঞাতি কুটুম্ব হইতে যে ধন লব্ধ হয় তাহাও সৌদায়িকের মধ্যে গণ্য।

(২) ভর্ত্তৃ দত্ত স্থাবর ভিন্ন অন্য স্থাবর।

"বিদ্যমানেতু সংরক্ষেৎ ক্ষপয়েৎ তৎকুলেঽন্যথা।"

পতি বিদ্যমানে স্ত্রী তৎপ্রদত্ত ধন যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে অন্যথা তৎকুলে দিবে।

পতির আপদ বিপদে পাছে অর্থের প্রয়োজন হয়, এই জন্য তাঁহার প্রদত্ত ধন স্ত্রী যথেচ্ছা ব্যবহার না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন এইটী শাস্ত্রের অভিপ্রায়। স্থাবর মাত্রে দান নিষিদ্ধ হইলে তাহা পতিকুলকে প্রদান করিতে হইবে।

দুর্ভিক্ষে ধর্ম্মকার্য্যেচ ব্যাধৌ সম্প্রতিরোধকে।
গৃহীতং স্ত্রীধনং ভর্ত্তা ন স্ত্রিয়ৈদাতুমর্হতি।। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।।

দুর্ভিক্ষে বা ধর্ম্ম কার্য্যে, পীড়াগ্রস্ত হইলে অথবা প্রতিরুদ্ধ অবস্থায় থাকিলে অর্থাৎ মহাজন প্রভৃতি নিজ প্রাপ্য ধন পাইবার নিমিত্ত তাঁহার স্নান ভোজনাদি নিষেধ করিলে ভর্ত্তা যদি স্ত্রীধন গ্রহণ করেন, তাহা ঐ স্ত্রীকে ফিরিয়া দিতে হইবে না।

যখন দুর্ভিক্ষাদি কারণে স্ত্রীধন না লইলে ভর্ত্তার আর চলে না, তখন তিনি স্ত্রীধন লইতে পারেন, অন্য সময়ে পারেন না। অনধিকার বিষয়ে কাত্যায়ন বলিয়াছেন ঃ—

ন ভর্ত্তা নৈবচ সুতো ন পিতা ভ্রাতরো নচ।
আদানে বা বিসর্গে বা স্ত্রীধনং প্রভবিষ্ণবঃ।।
যদি হ্যেকতরস্তেষাং স্ত্রীধনং ভক্ষয়েদ্বলাৎ।
সবৃদ্ধিং প্রতিদাপ্যঃ স্যাৎ দণ্ডঞ্চৈব সমাপ্নুয়াৎ।।
তদেব যদ্যনুজ্ঞাপ্য ভক্ষয়েৎ প্রীতি পূর্ব্বকং।
মূলমেব তদাদাপ্য, যদা স ধনবান্ ভবেৎ।।
অথ চেৎ স দ্বিভার্য্যঃ স্যাৎ ন চ তাং ভজতে পুনঃ।
প্রীত্যা বিসৃষ্টমপি চেৎ প্রতিদাপ্যঃ স তদ্বলাৎ।।
গ্রাসাচ্ছাদন বাসানাম্নচ্ছেদো যত্র যোষিতঃ।
তত্র স্বমাদদীত স্ত্রী বিভাগং রিক্থিনাং তথা।।

পতি, পুত্র, পিতা ও ভ্রাতারা স্ত্রীধন গ্রহণ বা দান করিতে পারেন না। তাহাদের মধ্যে কেহ যদি বল পূর্ব্বক স্ত্রীধন ভক্ষণ করে, তবে রাজা তাহা

সরদ্ধি (৩) অর্থাৎ সুদ সমেত দেওয়াইবেন এবং সমুচিত দণ্ডও দিবেন। কিন্তু যদি ঐ স্ত্রীকে জানাইয়া প্রীতি পূর্ব্বক ভক্ষণ করে, তবে যখন সে ধনবান হয় তখন কেবল মূল অর্থাৎ আসল টাকা দেওয়াইবেন। কিন্তু পতি যদি দ্বিতীয় স্ত্রী বিবাহ করিয়া পূর্ব্ব স্ত্রীর সহবাস না করে, তবে স্ত্রী প্রীতিপূর্ব্বক দিলেও রাজা তাহা বলপূর্ব্বক ঐ স্ত্রীকে দেওয়াইবেন। স্ত্রীকে গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসস্থান না দিলে ঐ স্ত্রী বলপূর্ব্বক লইবে অথবা দায়াদ-দিগের (৪) সহিত স্বীয় প্রাপ্য বুঝিয়া লইবে।

ভর্ত্রা প্রতিশ্রুতং দেয়মৃণবৎ স্ত্রীধনং সুতৈঃ।
তিষ্ঠেৎ ভর্ত্তৃকুলে যাতু ন যা পিতৃকুলে বসেৎ॥

ভর্ত্তা স্ত্রীধন দিবার অঙ্গীকার করিলে ঐ স্ত্রী যদি পতিকুলে বাস করে, পুত্রেরা পিতৃঋণের ন্যায় তাহাকে টাকা শোধ দিবে, কিন্তু পিতৃকুলে বাস করিলে দিবে না।

অপকার ক্রিয়াযুক্তা নির্লজ্জা চার্থনাশিনী।
ব্যভিচাররতা যাচ স্ত্রীধনং নচ সার্হতি॥ কাত্যায়নঃ।

অপকার ক্রিয়া যুক্তা অর্থাৎ যে স্ত্রী স্বামীকে বিষ প্রয়োগাদি করে, নির্লজ্জা অর্থাৎ গ্রামান্তরে বৃথা গমনাদি শীলা, অর্থনাশিনী অর্থাৎ বৃথা ব্যয়কারিণী, এবং ব্যভিচারিণী সে স্ত্রীধন পাইবার যোগ্যা নহে। এতাদৃশী নারীর স্ত্রীধন বান্ধবেরা কাড়িয়া লইবে, কোন কোন ব্যবস্থাকার এরূপ আদেশও করিয়াছেন।

পতি, পিতা ও মাতার জ্ঞাতিকুটুম্ব ভিন্ন অন্য ব্যক্তি হইতে স্ত্রী যে ধন লাভ করেন এবং শিল্প ও চিত্রকর্ম্মাদি দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করেন, তাহাতে স্বামীর প্রভুত্ব আছে; তিনি আপদ বিনাও তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। স্ত্রী এ প্রকার ধন দানাদি করিতে ইচ্ছা করিলে পতির অনুমতি ভিন্ন করিতে পারেন না।

---

(৩) স্ত্রীর অতন্ত্র ধনে এইরূপ ব্যবস্থা খাটে।

(৪) ভর্ত্তা মরিলে স্ত্রী স্বীয় প্রাপ্য গ্রাসাচ্ছাদনাদি দেবরাদির স্থানে পাইবে।

# চিত্তবিনোদিনী।

( ২৯৮ পৃষ্ঠার পর )

রাজপুরুষের যে উক্তি সেই কার্য্যে। পর দিবস দূর হইতে অলক্ষ্য ভাবে প্রতীক্ষা করিয়া গোপনাপহারক এক ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া সন্ধ্যা-কালে যখন সে আবাসাভিমুখে গমন করিল তাহাকে অনুসরণ করিলেন। অপহারক বাগবাজারস্থ কোন এক জঘন্য ক্ষুদ্র কুটীরের দ্বারে করাঘাত করিলে, দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। অপহারকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজপুরুষ ও প্রবেশ করিলেন। কুটীরটি গুলির আড্ডা; যে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল সে দোকানদার। সম্পত্তিশালীরূপী নূতন ব্যক্তিকে দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইল। অপহারক স্বীয় স্থানে বসিতে না বসিতে রাজপুরুষ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "গত কল্য বড়বা-জারে আমার অনুচরের কটিচ্ছেদন পূর্ব্বক যে দশ টাকার থলি লইয়াছ দাও।"

অপহারক কিঞ্চিৎ চমকিত হইয়া কহিলেন "কে তুমি? কি কহি-তেছ? পথ ভুলিয়াছ বুঝি?"

রাজপুরুষ ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, "তোমার অনুসরণে আসি-য়াছি, আমাকে উপহাস করিবার উপায় নাই—স্মরণ কর অদ্য এক বাবুর লাল রুমাল জেব হইতে উঠাইয়া লইয়াছ, ঐ মাড়ওয়াড়ীর বাটী হইতে মুদ্রা লইলে, ইহুদীর বক্ষ হইতে নোট অপহরণ করিলে," ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কহিলেন "আমার টাকা প্রত্যর্পণ না করিলে এই দলের ব্যবসা কল্যই নাশ করিব।"

অপহারক কলিকাতাবাসীর উপযোগী—ধূর্ত্তের উপযোগী ক্রোধ প্রকাশ করিতেছিল, কিন্তু আগন্তুকের কথায় চমকিত ও ভীত হইয়া কহিল "ভাই! তুমি আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিতেছি অতএব তোমার টাকা দিব।—কিন্তু এ টাকা আমি লই নাই। কল্য আমাদের অন্য এক সঙ্গী ঐ স্থলে ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। অপেক্ষা কর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লইয়া তাহার স্থানে লইয়া যাই।"

আগন্তুক 'তাহাই হউক, বলিয়া গৃহ বহির্ভাগে গেলেন। পরে রাজপথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; প্রতিজ্ঞা সিদ্ধে হৃষ্টচিত্ত হইয়াছেন। সহসা পার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র গলি হইতে কথোপকথন শুনিতে পাইলেন। উপরিস্থ গবাক্ষ দ্বার হইতে একটি বামাস্বর কহিতেছে "প্রিয়তম ! বিধাতা কি সদয় হইয়া নির্ব্বিঘ্নে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন ? গবাক্ষ দ্বার পরিষ্কার করিয়াছি, মনকেও বিদেশ ভ্রমণে প্রস্তুত করিয়াছি এক্ষণে বাহির হইতে পারিলেই হয়। কিন্তু কোথায় যাইব কি বিপদে পড়িব জানি না।

অধস্থ কোন ব্যক্তি কহিল " ভয় নাই, চারুচন্দ্র আমার পরম বন্ধু, তিনি এক্ষণে উচ্চপদারূঢ় হইয়াছেন আমাদিগকে পাইলে বিলক্ষণ সমাদর করিবেন ও সুখেও রাখিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। যাহাহউক কল্য এমন সময় আমি রজ্জুসোপান আনিব তদ্দ্বারা নামিতে হইবে। "

কামিনী। " আহা! দাদা যদি আজ থাকিতেন তাহা হইলে আমাকে এরূপ কুলটার ন্যায় কার্য্য করিতে হইত না ! হায় কি বিড়ম্বনা, বিবাহিত পতির অনুগমনও এরূপ গোপন ভাবে করিতে হইল! প্রিয়তম! কি করিয়া যে আমি এরূপ অপথ দিয়া অবতরণ করিব ভয়ে ও লজ্জায় আমি অস্থির হইয়াছি। হায়! কি করি এত করিয়া বিমাতাকে বুঝাইলাম, পিতার পদতলে পড়িলাম তথাপি তাঁহারা আমাকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিবেনই দিবেন। বলেন পুরোহিত মন্ত্র পড়াইলেও বিবাহ হয় না—মনে মনে প্রণয় করিলেও বিবাহ হয় না ! কি সর্ব্বনাশ, ধর্ম্মনাশ প্রাণনাশ অপেক্ষা বিষম। প্রাণনাথ ! সুদ্ধ তোমার জন্য আমি এতক্ষণ জীবিত আছি। প্রিয়তম ! এপাপ পুরী হইতে নিষ্কৃতিই পরম মোক্ষ। আমি প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঝম্প দিতে পারি, সমুদ্রে মগ্ন হইতে পারি, পর্ব্বত হইতে লম্ফদিতে পারি, কিন্তু প্রাণপতি বিরহিত হইতে পারি না, দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে পারি না। প্রাণেশ্বর ! কল্য রজনীতে তুমি রজ্জুসোপান আনিও, অবশ্যই তদ্দ্বারা অবতরণ করিব। আমি এরূপ ক্ষুদ্র এক রজ্জু খট্টে বাঁধিয়া তদ্দ্বারা অবতরণ করিতে অভ্যাস করিতেছি অবশ্যই কৃতকার্য্য হইব।—আর ঈশ্বর সতীত্ব অবশ্যই রক্ষা করিবেন। "

এমত সময় অপহারক দ্বার উদ্ঘাটন পুরঃসর নির্গত হইল, রাজপুরুষও তাহার অনুসরণ করিলেন। প্রবঞ্চক দক্ষিণমুখী হইয়া সোণাগাছি গলির মধ্যে প্রবেশ করত এক বেশ্যালয়ের কবাটে করাঘাত করিল। রাজপুরুষ পশ্চাতে দণ্ডায়মান আছেন। দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে অপহারক তাঁহাকে সঙ্গে আসিতে কহিলেন। রাজপুরুষ কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া অবশেষে গৃহে প্রবেশ করিলেন। উভয়ে এক শয়নাগারে উপস্থিত হইলেন, আগার মধ্যে একটী বাররমণী বসিয়াছিল, অপহারক আগন্তুকের পরিচয় ও অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তাহাকে নির্ভীক হইতে কহিল। বারনারী উপযাচিকা হইয়া রাজপুরুষের সহিত আলাপ করিতে লাগিল। রাজপুরুষ জানিতে পারিলেন, ঐ দুষ্টা রমণীকে তিনি ইতিপূর্ব্বে আর এক স্থলে দেখিয়াছিলেন এবং তাহার গৃহ যত শঠ, প্রবঞ্চক ও দুষ্টলোকের বিরামশালা।

ইত্যবসরে ধন অপহারক উপস্থিত—কিঞ্চিৎ বচসার পর সে নীলবর্ণ স্থলী সহিত আগন্তুকের টাকা প্রত্যর্পণ করিল। আগন্তুক তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন—উপহাসকারী সহবাসীগণকে দেখাইতে গেলেন, যে তাঁহার প্রতিজ্ঞা অনবহেলনীয়।

পাঠকগণ বোধ করি আশ্চর্য্য হইতেছেন, ইনি কিরূপ রাজপুরুষ? রাজপুরুষভাবে তদন্ত করেন, আবার বিদ্রোহির সহবাসী, অপহারক ও বেশ্যাগণেরও শত্রু নহেন। অথচ কাহারও মিত্র নহেন! ফলতঃ আমাদের রাজপুরুষ এক অদ্ভুত জীব। ইহার কৌতুকও আছে, আবার দয়াও আছে বোধ হয়; আর বুদ্ধি ও ক্ষমতার ত সীমা নাই।

রাজপুরুষ কোন অভিসন্ধি প্রযুক্ত অথবা কৌতূহল বোধে, পর রজনীতে পূর্ব্বোক্ত যুবকযুবতীর পলায়ন দেখিতে লাগিলেন। যুবতী রজ্জু-সোপানে আরোহণ করিলে, যত দূর হস্তে পাওয়া যায় ছেদন করিয়া কর্দ্দমপূর্ণ খানাতে নিক্ষেপ করিলেন এবং করস্থ দেসালাই জ্বালিত করিয়া উপরিভাগ সাগ্নিক করিয়া দিলেন। উভয়ে চলিয়া গিয়া অপর এক গলিস্থ এক ভবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন তাঁহারা সৌভাগ্যবলে গেলেন। কিন্তু রাজপুরুষ উহাদের অগোচরে শান্তিরক্ষক-

গণকে উৎকোচ না দিলে তাঁহারা এরূপ নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারিতেন না। এই পলায়ন-পর যুবক-যুবতী কে?

---

# ভারতবর্ষে ইংরজেদিগের আগমন ও অধিকার বিস্তার।

ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড প্রায় ৬০০০ ছয় হাজার ক্রোশ দূর, এখানে যখন দুই প্রহর বেলা, তখন সেখানে সূর্য্যোদয়। এত দূরবর্ত্তী দুই দেশের পরস্পরের সহিত পরিচয় হওয়া সহজ নহে। বস্তুতঃ ৩০০ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে কোন ইংরেজ আসিয়াছিলেন তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজ্ঞী সুবিখ্যাত এলিজেবেথ এবং দিল্লীর সম্রাট্ সুবিখ্যাত আকবর বাদসাহ। এই সময়ে ফিচ্ নামে এক ইংরেজ তিন জন সঙ্গীর সহিত এদেশে প্রথম পদার্পণ করেন। ইহাঁরা স্থলপথে আলিপো বাগদাদ দিয়া বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। রাজ্ঞী স্বীয় বণিক্‌দিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ বাদসাহকে অনুরোধ পত্র দেন এবং নিজে বাদসাহের বণিকদিগের প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেও চান। যাহা হউক ফিচ্ ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন এবং ইহার অতুল ঐশ্বর্য্যের সমাচার স্বদেশবাসিদিগের নিকট প্রচার করেন। ইংরেজেরা তখন পর্টুগিজ জাতির দৃষ্টান্তে বাণিজ্যের নব উৎসাহে উৎসাহিত, এই সংবাদে একটী নূতন লাভের পন্থা তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ পাইল।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিন অর্থাৎ ১৫৯৯ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর লণ্ডন নগরের কতকগুলি বণিক্, কর্ম্মকার, তাঁতী ও অন্যান্য সম্পন্ন ব্যক্তি ৩ লক্ষ ২ হাজার ৩১০ টাকা সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বদেশে বাণিজ্য করিতে উৎসুক হইলেন। পর বৎসর তাঁহারা রাজ্ঞীর নিকট আবেদন করিয়া একটী কোম্পানী অর্থাৎ বণিক্‌সমাজ বলিয়া গণ্য হন এবং 'ইংরেজ জাতির পক্ষে যদি সুবিধা জনক হয়, তাহা হইলে ১৫ বৎসর একচেটিয়া বাণিজ্য করিতে পারিবেন নতুবা দুই বৎসর অগ্রে সংবাদ দিয়া তাঁহা-

দিগের স্বত্বলোপ করা যাইবে' এইরূপ অনুমতি পত্র পান। আমরা এত দিন যে 'কোম্পানির মুলুকে' বাস করিতেছিলাম তাহার জন্মবৃত্তান্ত এই। এই কোম্পানি ১৫০ দেড়শত বৎসর পর্য্যন্ত বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন, পরে বাণিজ্য কুঠী সকল রক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিয়া ১০০ বৎসরের মধ্যে হিমালয় হইতে কুমারিকা ও আসাম হইতে সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত একটী বৃহৎ রাজ্য সংস্থাপন করিয়া বসিলেন।

কোম্পানী সর্ব্ব প্রথমে প্রায় ৬৮ হাজার টাকা মূল্যের লৌহ, দস্তা, কাপড়, অস্ত্র, কাচ ইত্যাদিতে ৫ খানি জাহাজ পূর্ণ করিয়া এবং নগদ ২ লক, ৮৭ হাজার, ৪২০ টাকা দিয়া লাঙ্কাষ্টার সাহেবকে অধ্যক্ষ করিয়া ভারতবর্ষের দিকে পাঠাইলেন। তিনি ১৬০১, ২রা মে তারিখে জাহাজ ছাড়িলেন, কিন্তু ভারতবর্ষ ঠিক্ কোথায় না জানাতে সুমাত্রাদ্বীপে উপনীত হইলেন এবং মালাই সর্দ্দারদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন। এই সময়ে যাবা দ্বীপে পর্টুগিজদিগের অধিকার ছিল, কাপ্তেন লাঙ্কাষ্টার তাহাদের কয়েক খানি জাহাজ লুঠ করিয়া ঐ দ্বীপের বান্টাম নামক স্থানে একটী কুঠী স্থাপন পূর্ব্বক ১৬০৩ অব্দে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। ইহার পর ১০ বৎসরের মধ্যে ৮ বার জাহাজ প্রেরিত হয় এবং তদ্দ্বারা শত করা ১০০ হইতে ২০০ টাকা লাভ হয়। ১৬০৮ অব্দে বান্টামের লোকে কালিকো বস্ত্র চায়, তাহাতেই ভারতবর্ষের উপকূলে প্রথম ইংরেজী জাহাজ আইসে।

এই সময়ে পূর্ব্বদেশে পর্টুগিজদিগের একাধিপত্য। লোহিত সাগর, পারস্যোপসাগর, ভারতবর্ষের উপকুল, মালাই ও চিন এ সকল দেশের বাণিজ্য তাহাদের হস্তগত, দাক্ষিণাত্যে গোয়া এবং বঙ্গদেশে হুগলী তাহাদের অতি বর্দ্ধিষ্ণু নগর। ইংরেজেরা তাহাদিগের প্রতিদ্বন্দী হইলেন। ১৬১১ অব্দে ইহাদিগের দুই খানি জাহাজ সুরাটে আসিলে পর্টুগিজেরা বারম্বার আক্রমণ করিল, কিন্তু বারবার পরাজিত ও অপমানিত হইয়া গেল। ইহাতে পর্টুগিজদিগের প্রতি এদেশীয় লোকের ঘৃণা এবং কোম্পানির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিল। সুরাটের মোগল গবর্ণর ইংরেজদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সুরাট, আমেদাবাদ ও অন্যান্য স্থানে কুঠী

নির্ম্মাণ করিতে ক্ষমতা দিলেন। ১৬১৩ অব্দের ১১ই জানুয়ারি জাহাঙ্গির বাদসাহের নিকট সনন্দ পাইয়া সেই ক্ষমতা দৃঢ়বদ্ধ হইল এবং ভারতবর্ষের পশ্চিমকূলে সুরাট ইংরেজদিগের বাণিজ্যের প্রধান স্থান হইয়া উঠিল।

১৬১৫ অব্দে ইংলণ্ডাধিপতি প্রথম জেম্‌স জাহাঙ্গিরের নিকট সার টমাস্ রোকে রাজদূত করিয়া পাঠাইয়া দেন এবং কোম্পানির প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ অনুরোধ করেন। টমাস্ রো বাদসাহের নিকট অনেক সমাদর পান এবং কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াও যান।

১৬৩৩ অব্দে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে কুঠী নির্ম্মাণার্থ সাজিহান্ বাদসাহের নিকট সনন্দ পাইলেন, কিন্তু হুগলীর পর্টুগিজদিগের বিপক্ষতায় সমুদ্রতটে বালেশ্বরের নিকট পিপলী বন্দর নির্ম্মাণ করিতে হইল। দুই বৎসর পরে যখন বাদসাহ দক্ষিণ ভারতে, তখন তাঁহার কন্যার সঙ্কটাপন্ন পীড়া হওয়ায় তিনি সুরাট হইতে একজন ইংরেজ চিকিৎসক আহ্বান করেন। ডাক্তার বাউটন রাজকুমারীকে ত্বরায় আরোগ্য করিলে সাজিহান তাঁহাকে 'কি পুরস্কার চাই', জিজ্ঞাসা করেন। বাউটন এমনি স্বদেশ-হিতৈষী, আপনার জন্য কিছু না চাহিয়া ইংরেজেরা বিনা মাস্থলে বাণিজ্য করিতে এবং দেশ মধ্যে কুটী সকল নির্ম্মাণ করিতে পান তজ্জন্য বিশেষ অনুজ্ঞাপত্র চাহিলেন। তাঁহার প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইল। দুই বৎসর পরে সাজিহানের পুত্র সা সুজা বঙ্গদেশের নবাব হইয়া রাজমহলে রাজধানী করেন, বাউটন তাঁহার অন্তঃপুরের একটী স্ত্রীলোকের রোগ আরোগ্য করেন এবং পুরস্কার স্বরূপ বালেশ্বর ও হুগলীতে ইংরেজদের কুটী স্থাপনের অনুমতি পান। ইংরাজী চিকিৎসা ইংরেজদিগের রাজলক্ষ্মীর প্রথম সূত্রপাত বলিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)।

---

## কুকুরের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত।

কুকুর মেধাবী অর্থাৎ তাহাকে যাহা শিখাও শিখিতে পারে। কুকুর মুখে করিয়া লাঠী বয়, লণ্ঠন ধরে, দোকান হইতে রুটী কিনিয়া আনে

এ সকল ত সামান্য কথা। ইহাকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিলে বুদ্ধিজীবী মনুষ্যের ন্যায় দুরূহ কার্য্য সকল আশ্চর্য্য কৌশলে সম্পন্ন করিতে পারে।

৫০ বৎসরের অধিক হইল এক জন ফরাসী প্রায় ১০০টী কুকুর লইয়া লণ্ডন নগরে গিয়াছিলেন। তিনি শিশুকাল হইতে কুকুরদিগকে এমত শিক্ষা দিয়াছিলেন যে তাহারা দুই পায় ভর দিয়া অনায়াসে চলিতে পারিত, সৈন্য দলের ন্যায় নিঃশব্দে গম্ভীর ভাবে যুদ্ধের ক্রীড়া প্রদর্শন করিত এবং যাত্রার সঙ সাজিয়া দর্শকগণের কৌতুক উৎপাদন করিত। ইহাদিগের যে যুদ্ধক্রীড়াটী হয় তাহা অতি আশ্চর্য্য। নাট্যশালার পট উত্তোলন করিলে দেখা গেল একদিকে একটী সহরের সম্মুখে একটী দুর্গ, তাহার উপরে একটী উড্ডীয়মান পতাকা এবং সম্মুখে গড়খাই। দুর্গের প্রাচীর তিন সারি, তাহার উপরে ঠিক একবিধ রণবেশ পরিধান করিয়া এবং হস্তে তরবার বা বন্দুক লইয়া কুকুরদল দুর্গ রক্ষার্থ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অন্যদিকে আর একদল কুকুর সমপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া দুর্গ আক্রমণার্থ সুসজ্জিত। ইহাদিগের অধ্যক্ষ সেনাপতিযোগ্য সাজ পরিয়া কতকগুলি সৈন্যসমেত গুপ্তভাবে দুর্গের একদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কেমন করিয়া আক্রমণ করা যায় ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষীয় এক জন গুপ্তচর তাঁহাদিগের সন্ধান লইতেছে দেখিবা মাত্র তাহার প্রতি একটী গুলিনিক্ষিপ্ত করা হইল। অমনি স্বপক্ষীয় সেনাগণ দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত। কিন্তু গড়খাই কিরূপে পার হওয়া যাইবে? যোদ্ধারা সিঁড়ি মান্দাস প্রভৃতির ন্যায় যন্ত্র আনিলেন এবং রণবাদ্যসহ খাই পার হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের উপর ক্রমাগত গুলি গোলা প্রক্ষেপ হইতে লাগিল, ধোঁয়াতে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইল। আক্রমণকারীরা সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া অসমসাহসে অগ্রসর হইলেন। দুই পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম বাজিল, দুই পক্ষেই তুল্য বলে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে অনেক কষ্টে সেনাপতি সিঁড়ি দ্বারা শত্রুদিগের দুর্গ প্রাচীরে উঠিলেন। তাঁহার আস্ফালন দেখে কে? একবার এদিক একবার ওদিক তাড়া করিয়া বিপক্ষদিগকে ভাগাইয়া দিলেন, সঙ্গিগণ সহিত দুর্গের মধ্যস্থলে গিয়া তাহার পতাকা

নামাইয়া ফেলিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে স্বপক্ষীয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া জয় জয়কার রবে রণস্থল পরিপূর্ণ করিলেন। এই সময়ে দর্শকগণ এ প্রকার মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, যে তাঁহারা ইহা কাল্পনিক যুদ্ধ বলিয়া কখনই অনুভব করিতে পারেন নাই। ইহার কোন কোন কার্য্য মনুষ্য দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু অধিকাংশ কুক্কুরদিগের শিক্ষা কৌশলেরই ফল তাহার সন্দেহ নাই।

আর একস্থলে ভোজের ব্যাপার হয়। তাহাতে কতকগুলি কুকুর সম্ভ্রান্ত কুলকামিনীর ন্যায় জরী, সাটিন, রেশম ইত্যাদি নির্ম্মিত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া পোমেটম লাবেণ্ডার প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যে সর্ব্বাঙ্গ আমোদিত করিলেন এবং সম্ভ্রান্ত পুরুষের ন্যায় বেশ পরিধান করিলেন। কুকুরের যেমন মুখ তেমনি রহিল অথচ তাহাতে এই সকল সজ্জায় যে কি শোভা হইল, দেখিতেই চমৎকার। সাহেব বিবীর মত পুরুষ ও স্ত্রী কুকুরগণের পরস্পর সাক্ষাৎকার ও আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল। সকলই অতি গম্ভীর ভাবে ও ভদ্রতার নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইতেছিল। ছোট কুকুরদের প্রকৃতি এক একবার প্রকাশ পাইল বটে কিন্তু তাহাতে দর্শকগণের আমোদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে কুকুরটী যুদ্ধের সেনাপতি, এক্ষণে তিনি ভোজোৎসবের কর্ত্তা হইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভদ্রতা ও ব্যাপকতার সীমা নাই। তিনি নিমন্ত্রিতগণের নিকটে আসিয়া কাহাকে প্রণাম, কাহাকে নমস্কার, কাহার সহিত করস্পর্শ করিতে লাগিলেন। রমণীদিগের প্রতি অধিকতর সমাদর। তাঁহার এক একজনের প্রতি এক এক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আদর ও আলাপের ভঙ্গী দেখিয়া দর্শকগণ যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এইরূপে আমোদ চলিতেছে, এমত সময়ে মৃদু মন্দ বাদ্যধ্বনি হইল, দ্বারে বার বার আঘাত শব্দ, সকলেই নিস্তব্ধ। সুসজ্জিত কয়েকটী কুকুর একখানি কেদেরা ঘাড়ে করিয়া একপার্শ্বে রাখিল ও দ্বার উদ্ঘাটন করিল। অমনি সাটিন ও মণিমুক্তাখচিত বস্ত্রালঙ্কার ভূষিতা একটী রমণী দৃষ্ট হইলেন। কর্ত্তা অমনি দৌড়িয়া গিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। বাদ্য বাজিতে আরম্ভ হইল, দুই দুইটী কুক্কুর একত্র হইয়া গৃহের চারিদিকে পাইচাড়ী করিতে লাগিল। অব-

শেষে সকলে আসনে বসিলে কর্ত্তা ও মান্যামহিলা গৃহের মধ্যস্থলে এক সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের নৃত্যের ভাবভঙ্গী দেখিয়া সকলে দর্শক অবাক হইয়া রহিলেন এবং অবশেষে ঘোরতর করতালি শব্দে ক্রীড়া প্রদর্শককে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। উৎসব কিয়ৎক্ষণ পরেই শেষ হইল।

১৮৪৩ অব্দে লিয়নার্ড নামে আর একজন ফরাসী ব্রেক ও ফাইলাক্স নামে দুইটী কুকুর লইয়া লণ্ডন নগরে যান। তাহারা আশ্চর্য্য মানসিক শক্তির পরিচয় দেয়। চারি খণ্ড কাগজে ২, ৪, ৬, ৮ এইরূপ সংখ্যা লিখিয়া কেবল একবার মাত্র বলিয়া দেওয়া হইল, কাগজ কয়খানি যেমন করিয়া উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া পড়ুক, যে সংখ্যার কাগজের নাম করা গেল তাহারা তৎক্ষণাৎ আনিয়া দিল। সংখ্যা বদলাইয়া দিলেও তাহাদের চতুরতার হ্রাস দেখা গেল না। কুকুরেরা ভিন্ন ভিন্ন রঙ ও ভিন্ন ভিন্ন রঙের বস্তু পৃথক্ করিয়া বুঝিতে লাগিল এবং এইরূপে এক প্রকার তাস লইয়া খেলিতে লাগিল। লিয়নার্ড এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পয়সার জন্য এইরূপ ক্রীড়া করিতেন না, কিন্তু ইতরজন্তুদিগের কার্য্য-পরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞানশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব নিরূপণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

কুকুরদিগকে উদ্দেশ করিয়া কোন কথা বলিলে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে এবং নিজের মরজী মত কাজ করিয়া থাকে। প্রসিদ্ধ সার ওয়াল্‌টার স্কট ডাণ্ডী নামে এক কুকুরের কতকগুলি আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়াছেন। এক কৃষকের হেক্টর নামে এক কুকুর ছিল। একদিন কৃষক তাঁহার মাতাকে বলিলেন আমি দুই সপ্তাহের জন্য কল্য প্রাতে অমুক স্থানে যাত্রা করিব, কিন্তু হেক্টর কুকুর দেখিলেই ঝগড়া করে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইব না। কৃষক গম্যস্থানে উপনীত হইতে না হইতে দেখেন, কুকুর রাত্রিকালেই তথায় আসিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে।

কুকুরেরা কেবল যে কথা বুঝে তাহা নয়, কথা কহিতেও পারে। লিবনিজ নামে পণ্ডিত বলেন, জর্ম্মণির এক লোক ৩ বৎসর চেষ্টা করিয়া কুকুরকে ৩০টীর অধিক জর্ম্মণ ভাষার কথা কহিতে শিখাইয়াছিলেন। সে চা, কাফী ইত্যাদির নাম করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিত।

গান বাদ্য বুঝিতে কুকুরেরা বড় পটু। অনেকে ভাল গান বাদ্য হইলে চুপ করিয়া মন দিয়া শুনিতে থাকে। এমন কি ভাল বাজনা ও গান শুনিবার জন্য অনেকে ধর্ম্মমন্দিরে গমন করিয়া থাকে। আবার সুস্বরের কিছু ব্যতিক্রম হইলে আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া উঠে। জর্ম্মণির এক জন যাত্রাওয়ালা গান বাদ্য ঠিক্ কি বিঠিক্ হইতেছে আপনার কুকুর দ্বারা তাহার পরীক্ষা করিতেন।

এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কুকুরদিগকে চেষ্টা করিয়া শিখাইলে তাহারা মানুষের মত কোন্ কার্য্য শিখিতে না পারে বলা যায় না।

---

## কারা-কুসুমিকা।

(২৯৪ পৃষ্ঠার পর)

চার্নি এক্ষণে আর একটী শিক্ষা লাভ করিলেন। তিনি কারাধ্যক্ষের দৃষ্টান্তে বুঝিলেন যে মানব প্রকৃতিতে সাধুতা ও অসাধুতা আশ্চর্য্যরূপে মিশ্রিত আছে। অতঃপর তিনি ঘোরতর পীড়ায় আক্রান্ত হন, কারা-রক্ষক লুডোবিক তাঁহার সেবা শুশ্রুষার কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। কাউন্ট ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার বৃক্ষটীর রোগ-প্রতীকারক গুণ আছে। পাছে কারারক্ষক তাঁহাকে বালকবৎ বলিয়া তাচ্ছিল্য করেন, সেই আশঙ্কায় তিনি এই মিথ্যা কথাটী বলিতে বাধ্য হন। বস্তুতঃ তিনি এতদিন বৃক্ষটীর গুণের বিষয়ে কিছুমাত্র জানিতেন না। যাহা হউক ইহা দ্বারা তাঁহার এক প্রকার প্রাণ রক্ষা হইল বলিতে হইবেক। তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক দেখিয়া কারাধ্যক্ষ কারাগারের চিকিৎসককে নিযুক্ত করিলেন। ডাক্তার সাহেব যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রোগের কিছুই উপসম হইল না। চার্নি বিকারে অচৈতন্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে "পিসিওলা পিসিওলা" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তিনি কারা কুসুমিকাকে পিসিওলা বলিয়া ডাকিতেন। লুডেবিক ঐ নাম শুনিবা মাত্র মনে করিলেন, আর কিছু নয় ঐ বৃক্ষ দ্বারা চার্নীর

রোগ প্রতীকার হইবেক তাহাতেই তিনি উহার নাম করিয়েছেন। কিন্তু কি প্রকারে ইহা সেবন করাইতে হইবে? যাহা হউক একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক এই ভাবিয়া স্বীয় পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া পিসি-ওলার কতকগুলি পাতা সিদ্ধ করিলেন। ইহার আস্বাদ অতি তীব্র ও তিক্ত হইল—লুডোবিক্ বলিয়া উঠিলেন যখন ইহা এত তিক্ত ইহার গুণ অবশ্যই মহৎ হইবে। যাহা হউক প্রকৃতি সহায়তা করিতেছিলেন এমত সময়ে ঔষধ সেবন করাতে রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইল এবং সকলে আশ্চর্য্য হইলেন। চার্‌নি রোগমুক্ত হইয়া যখন দেখিলেন তাঁহার আদরের গাছটীর পত্র সকল ছিন্ন হইয়াছে, তখন তিনি অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন। কিন্তু ইটি তাঁহার মিথ্যা কথার শাস্তি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন এবং ইহার দ্বারা তাঁহার শারীরিক রোগ যত আরোগ্য হউক না হউক, তাঁহার ধর্ম্মোন্নতির সহায়তা করিল। চার্‌নির পীড়ার পূর্ব্বে তিনি বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক ঐ বৃক্ষটীর চতুর্দ্দিকে একটী আবরণ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহার নাম "মনোহারিণীর গৃহ" রাখিয়াছিলেন। বৃক্ষটী তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় হইয়াছিল। দয়ালু লুডোবিক্ পিসিওলা নামটী দেন এবং ইহার রক্ষার্থ অনেক যত্ন করেন, এই জন্য তিনি কারাকুসুমিকার 'ধর্ম্ম পিতা' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন।

চার্‌নি এক্ষণে যদৃচ্ছাক্রমে উঠানে বেড়াইতে পারেন চিকিৎসকের নিকট এমন অনুমতি পাইলেন, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল থাকাতে এ অনুগ্রহ দ্বারা বিশেষ ফললাভ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক এই রুগ্ন অবস্থায় চিন্তা করিতে তাঁহার মন স্বতঃ ধাবমান হইত এবং তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাতেই অধিক মগ্ন হইয়া আনন্দ লাভ করিতেন তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার চিন্তার বিঘ্ন জন্মাইবার কিছুই ছিল না। কেবল পূর্ব্বে যে জানালার নিকটে মক্ষিকা ধৃতকারীকে দেখিয়াছিলেন, সেই খানে দ্বিতীয় একটী মূর্ত্তি সময় সময় নয়নগোচর হইত। লুডোবিক একটু আলাপী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য সাধনের অন্যথা করিয়া চারনির নিকট কথনই ভদ্রতা প্রকাশ করিতে আসিতেন না। কাউন্ট প্রতিদিন তাঁহার

বৃক্ষটীর যে সকল গুণ গাঢ় আলোচনা দ্বারা অবধারণ করিতেন, তাহা লিখিয়া রাখিবার জন্য উৎসুক হইতেন; কিন্তু কারালয়ের নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়া কাগজ কলম কোন ক্রমেই পাইতেন না!

লুডোবিক বলিলেন "কাগজ কলমের জন্য কেন সুপারিন্টেণ্ডের অনুমতি চান না? আমার দিতে সাহস হয় না এবং তাহা দিবও না।"

কাউন্ট উত্তর করিলেন "আমি কখনই তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে চাই না।"

"আপনার যেমন ইচ্ছা" এই কথাটী বলিয়া লুডোবিক স্বদেশী ইটালীয় সুরে একটী গান করিতে করিতে কারাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

চার্‌নি প্রধান অধ্যক্ষের নিকট নম্রতা স্বীকার করিতে অক্ষম, আবার আপনার অভিলাষটীও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ছুরী দ্বারা তিনি একটী কাঠী চাঁচিয়া কলম করিলেন এবং আলোকের শিখা লাগিয়া যে ভূষা পড়িয়াছিল তাহা একটী বোতলে জল দিয়া গুলিয়া কালী করিলেন এবং কাগজের পরিবর্ত্তে আপনার কেম্ব্রিকের রুমালে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পিসিওলা এখন কুসুমিত, এবং আর আর ঘটনার মধ্যে তিনি দেখিলেন ইহার ফুল সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে এবং উত্তম রূপে কিরণ লাভ করিবার জন্য সূর্য্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়; যখন সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইয়া বৃষ্টির আশঙ্কা হয় তখন আসন্ন বৃষ্টিঝটিকা হইতে সাবধান হইবার জন্য নাবিকেরা যেরূপ পাল গুটায়, পিসিওলা সেইরূপ মাথা হেঁট করিয়া পত্র সকল মুদিত করে। কাউন্ট মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "উত্তাপ কি ইহার পক্ষে এত আবশ্যক? কিন্তু যে ছায়া এমন স্নিগ্ধ তাহা দেখিয়া সে ভয় পায় কেন? ইহার কারণ কি, আমি জানিতে চাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমার বৃক্ষ ইহা আমাকে বুঝাইয়া দিবে।" যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতেন, একটী পুষ্পের উপর তাঁহার এত বিশ্বাস হইল।

---

# এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব।*

হিন্দুদিগের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা সকল যথাযথরূপে নির্দ্দেশ করিতে হইলে কেবল তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে চলিবে না, তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন ইতিহাসও অনুশীলন করিতে হইবে। হিন্দুজাতি কল্যকার জাতি নহেন; তাঁহারা অতি প্রাচীন ও মহোচ্চ সভ্যতার গর্ব্ব করিয়া থাকেন। অদ্য আমরা যে জাতিকে চারিদিকে অবলোকন করিতেছি, তাঁহারা দুর্দ্দশাপন্ন-তাঁহাদিগের প্রাচীন মহত্ত্ব ধ্বংসাবশেষ হইয়াছে। এই জাতির সাহিত্য ও বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র শিল্প ও বাণিজ্য, সামাজিক সৌভাগ্য এবং পারিবারিক সরল ও মধুর-ভাব সকলই প্রায় ভূতকালের গর্ভজাত হইয়াছে। যখন আমরা চতুর্দ্দিগব্যাপী অধ্যাত্মিক, সামাজিক ও মানসিক দুর্গতির শোচনীয় ও ভয়াবহ ব্যাপার দর্শন করি, তখন এই দেশকে আর কালিদাসের জন্মভূমি-কাব্য সাহিত্য এবং সভ্যতার ভূমি বলিয়া চিনিতে পারি না। অতএব হিন্দু-জাতির প্রকৃত স্বভাব অবগত হইতে হইলে, কার্য্যতঃ তাহাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে এতদ্দেশের পুরাকালপ্রচলিত সামাজিক রীতি পদ্ধতির যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের যথার্থ জ্ঞান লাভহইলে জাতীয় সভ্যতা মঞ্চ নির্ম্মাণের স্থায়ী ও দৃঢ় ভিত্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে প্রবল পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত এতদ্দেশীয় সমাজকে আন্দোলিত করিতেছে, অতএব স্বদেশ সংস্কারকগণ যাহাতে দুই বিপরীত সীমা পরিহার করিয়া অগ্রসর হইতে পারেন তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। বস্তুতঃ কতকগুলি লোক বিশ্বাস করেন যে প্রকৃষ্টরূপে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে যাহা কিছু দেশীয় তাহা বিপর্য্যস্ত ও বিনষ্ট করিতে হইবে এবং তৎপরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে ও অবিকৃত ভাবে-প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। আবার এমন অনেক লোক আছেন তাঁহারা

* ভারত সংস্কারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সামাজিক বিজ্ঞান সভায় যে বক্তৃতা করেন তাহার অনুবাদ।

পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত এককালে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চান এবং যাহা কিছু ইউরোপীয় ও বিদেশীয় তাহারই প্রতিবাদ করেন। আমার সামান্য বিবেচনায় পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশীয় সভ্যতার ভাব সকল যতদূর সাধ্য মিশ্রিত করা আবশ্যক এবং কোনটীকেও পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। ভারতবর্ষের যত ত্রুটী ও অভাব থাকুক বর্ত্তমান কালে ইহা ভাবী উন্নতি ও সভ্যতার অতি অনুকূল পথে অবস্থিতি করিতেছে। দেখ, ইহা কেমন দুই প্রবল স্রোতস্বতীর সঙ্গমস্থলে সন্নিবিষ্ট এবং উভয় স্রোতো-বাহিত অমূল্য সত্যরত্ন সংগ্রহ করিতেছে—পূর্ব্ব দেশের সভ্যতা, পশ্চিম দেশের মানসিক প্রাখর্য্য, প্রাচীনকালের জ্ঞান এবং বর্ত্তমানকালের উদ্যম সকলই ইহাতে মিশিতেছে। প্রাচীন আসিয়ার ও বর্ত্তমান ইউ-রোপের যাহা কিছু মহৎ ও উৎকৃষ্ট, তৎসমুদায়ই এই বিভিন্ন স্রোতদ্বয়ের মধ্য দিয়া আমাদিগের বৃহৎ ভূখণ্ডের উপকারার্থ প্রবাহিত হইতেছে। দেশবাসী হইয়া আমাদিগের পক্ষে এই শুভযোগের আনুকূল্য গ্রহণ করা আবশ্যক। আমরা ধর্ম্ম, সমাজ বা বিদ্যা যে বিষয়ের উন্নতি সাধনের চেষ্টা পাই না কেন, বিবেচনা পূর্ব্বক উন্নতির এই উভয় স্রোত হইতেই যেন তৎবিষয়ের সাহায্য লাভ করিতে পারি। আমাদিগের দেশের যে সকল মহামূল্য সত্য এবং হিতকর রীতি পদ্ধতি আছে সে সকল সংরক্ষণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য ও লাভজনক স্বীকার করিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমস্থ জাতীয়েরা যে কিছু উপকার দান করেন তাহাও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিতে হইবে। কয়েক বৎসর হইল অত্রত্য শিক্ষা বিভাগে ইংরাজী ও দেশীয় ভাষার পক্ষপাতীদিগের মধ্যে যে ঘোরতর সংগ্রাম বহু দিনাবধি চলিয়াছিল এবং অবশেষে উভয় পক্ষ মধ্য পথ অবলম্বন করিয়া যাহার মীমাংসা করিয়া লন, সেই সংগ্রাম এদেশের উন্নতির প্রত্যেক বিভাগে হওয়া আবশ্যক এবং সকল বিষয়ে সেইরূপ মীমাংসারও প্রয়ো-জন। শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা উল্লিখিত মহাতর্কের কিরূপ সিদ্ধান্ত করেন তাহা আপনাদিগের মধ্যে সকলেই জানেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে গবর্ণমেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় একদিকে সংস্কৃত শিক্ষার সুবিধার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন, অন্যদিকে ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুশীলনার্থ

উৎসাহ দান করিতেছেন। আমরা যদি অকপট হৃদয়ে স্বদেশের প্রকৃত উন্নতি সাধনের প্রয়াসী হই, সমাজ সংস্কারের প্রতি বিভাগে আমরা এই রীতি অবলম্বন করিব এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান, প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালীন সভ্যতার একত্র সমন্বয় করিব। অদ্য ভারতবর্ষে আমরা এই দুই প্রকার বিভিন্ন ভাবের যেমন আশ্চর্য্য সন্ধি দেখিতেছি এমন পৃথিবীর আর কুত্রাপি নহে। আমাদের ভাবী মহত্ত্বের রহস্য এই সম্মিলনের অন্তর্ভূত। এদেশে প্রকৃত এবং স্থায়ী সমাজ সংস্কারের অর্থ কেবল নূতন সভ্যতা নয়, কিন্তু তৎ সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতার পুনরুদ্ধার। এদেশে কেবল পশ্চিম দেশের আচার প্রবর্ত্তিত করিলে এই সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইবে না, হিন্দুজাতির প্রকৃতি মধ্যে যে ক্ষীণ জীবনী শক্তি আছে তাহা পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে।

অন্যান্য বিষয়ের উন্নতি ও সংস্কারসাধন পক্ষে যে নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক, অদ্যকার প্রস্তাবিত বিষয়ে তাহা বিশেষরূপে আবশ্যক। অদ্য ভাগীরথীতীরস্থ কতকগুলি লোক স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী বলিয়া ভারতবর্ষ চিরকাল স্ত্রীজাতির উন্নতির বিরোধী একথা বলা নিতান্ত অন্যায় ও অসঙ্গত। একবার পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া কল্পনা পথে অতীত শত শত বৎসর অতিক্রম করিয়া যাও, দেখিবে আজি আমরা যে সকল দোষাকর দেশাচার উন্মূলনের চেষ্টা করিতেছি এই মহৎ জাতির প্রাচীন গ্রন্থ ও অনুষ্ঠানে তাহার দৃঢ় প্রতিবাদ রহিয়াছে এবং যে সকল সমাজসংস্কার নিতান্ত আবশ্যক তাহার প্রতিপোষক আদেশ ও উপদেশের অভাব নাই। বৈদান্তিক সময়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদে আত্মার অমরত্ব বিষয়ে মৈত্রেয়ী ও তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যের একটী পবিত্র ও অতি হৃদ্য কথোপকথন দেখিতে পাই। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে, (১) "মৈত্রেয়ী বলিলেন ভগবন্! যদি সমুদায় পৃথিবী ধনেতে পূর্ণ হয়, তদ্দ্বারা আমি অমর

(১) সাহোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণাস্যাৎ কথং তেনা মৃতাস্যামিতি। নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেনেতি, সাহোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং।

হইতে পারি কি না?” যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন “না, ভাগ্যবান ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ তোমার জীবনও সেইরূপ হইবে। ধনদ্বারা অমরত্ব লাভের আশা নাই।” মৈত্রেয়ী বলিলেন “যাহাদ্বারা আমি অমর হইতে না পারি তাহা লইয়া আমি কি করিব?” (২)। অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন মনুসংহিতায় স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা এবং স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মাননা বিষয়ে অতি উচ্চ নীতি সূত্র সকল নির্দ্দিষ্ট আছে। “যেখানে স্ত্রীজাতি আদৃত হন সেখানে দেবতাগণ সন্তুষ্ট এবং যেখানে তাহাদের অনাদর সেখানে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান বিফল হয়।” (৩)। “যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যাতে সন্তুষ্ট ও ভার্য্যা স্বামীতে সন্তুষ্ট, সেই পরিবারেরই নিত্য কল্যাণ নিশ্চয় জানিবে।” (৪)। “স্ত্রীগণ সতর্ক আত্মীয়গণ দ্বারা গৃহে রুদ্ধা থাকিলেও অরক্ষিতা, যাঁহারা আপনারা আপনাদিগকে রক্ষা করেন তাঁহারাই সুরক্ষিতা।” (৫)। “মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে কতকগুলি অতি সুন্দর উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়—“কন্যাকেও পুত্রের ন্যায় পালন করিবেক এবং যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা দিবেক।”(৬)। “যত দিন কন্যা পতিমর্য্যাদা ও পতিসেবা না জানে এবং ধর্ম্মনীতি বিষয়ে অজ্ঞ থাকে তাবৎ পিতা তাহাকে বিবাহ দিবেন না।” এই সকল বচনদ্বারা বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষা এবং উপযুক্ত বয়সে বিবাহদান শাস্ত্রসিদ্ধ স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে এবং কিয়ৎকাল হইতে বঙ্গদেশ ও অন্যান্য প্রদেশে স্ত্রীলোকদিগকে অবরুদ্ধ রাখিবার যে নিয়ম প্রচলিত আছে তৎ-প্রতিপোষক যুক্তিরও খণ্ডন হইতেছে। কিন্তু হিন্দু-

(২) যত্রনার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রা ফলাঃক্রিয়াঃ ।।

(৩) সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং ।।

(৪) অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনাযাস্তু রক্ষেয়ু স্তাঃ সুরক্ষিতাঃ ।।

(৫) কন্যা প্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।

(৬) অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদা মজ্ঞাতপতিসেবনাং।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালা মজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাং ।।

দিগের প্রাচীন ইতিহাসে কেবল উপদেশ নয়, দৃষ্টান্ত সকলও দেখিতে পাওয়া যায়।

এদেশে যে অনেক অসাধারণ গুণবতী রমণী ছিলেন, তাঁহারা হিন্দু-গৃহ সকল অলঙ্কৃত ও পবিত্র করিয়াছেন এবং আপনাদিগের কল্যাণকর প্রভাব বহুদূর বিস্তারিত করিয়াছেন তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমান কালে অনেক হিন্দু পরিবারে তাঁহাদিগের নাম সম্মানও কৃতজ্ঞতা-এমন কি ভক্তির আস্পদ হইয়া আছে। উপনিষদের আদি সময়ে পূর্ব্বোক্ত মৈত্রেয়ী এবং গার্গী ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ক অনুসন্ধান ও আলোচনায় সবিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে একান্ত মগ্ন থাকিতেন। হিন্দুদিগের দুই প্রধান বীরকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রমণীগণের উপাখ্যান বর্ণিত আছে এবং বর্ত্তমান হিন্দুমহিলাগণ তাঁহাদিগের সাধুতা ও সতীত্ব গুণ ভক্তিভাবে অনুকরণ করিয়া থাকেন। খনা ও লীলাবতী বিজ্ঞানশাস্ত্রে যেরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তে তাঁহাদিগের নাম চিরপ্রসিদ্ধ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছে। জ্যোতিষ বিদ্যায় খনার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল এবং প্রত্যেক হিন্দু গৃহে তাঁহার বচন সকলেরই বিদিত। গণিতশাস্ত্রে লীলাবতী অতি বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁহার নামে যে গ্রন্থখানি প্রচলিত আছে, তাহা তাঁহার পিতা ভাস্করাচার্য্য তাঁহারই উপকারার্থ রচনা করেন। বর্ত্তমান সময়ে অনেক গণিত শিক্ষার্থী ইহা অধ্যয়ন করিয়া আনন্দিত হন। ইদানীন্তন কালে দাক্ষিণাত্যে অবিয়ার নাম্নী একটী বিখ্যাত ধর্ম্মনীতিবেদিনী রমণীর নাম শুনা যায়। তিনি ভূতত্ত্ব এবং চিকিৎসা শাস্ত্রেও পারদর্শিনী ছিলেন এবং তাঁহার রচিত নীতি গ্রন্থ সকল মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির বিদ্যালয় সকলে অধীত হইয়া থাকে। মিরাবাই নাম্নী এক সুবিখ্যাত ধর্ম্মপরায়ণা নারীর ধর্ম্মগ্রন্থ সকল বৈষ্ণব তন্ত্রের লোকেরা অত্যন্ত আগ্রহ ও শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। হাতী বিদ্যালঙ্কার বারাণসী ধামে একটী নূতন দার্শনিক মত সংস্থাপন করেন, তিনি ন্যায় ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তির নিঃসংশয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

অবশেষে অহল্যাবাই—ইহার অসাধারণ রাজ্যশাসন ক্ষমতা এবং সর্ব্ব-জন হিতৈষিতা সুপ্রসিদ্ধ আছে। এ প্রকার আরও অনেক নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাহাহউক যে সকল নাম প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা পূর্ব্বকালে স্ত্রীশিক্ষা যে প্রচলিত ছিল তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। কিন্তু হায়! কালক্রমে হিন্দুজাতির অনেক সদাচার অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু জাতি ভ্রষ্ট ও হীনবীর্য্য হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদিগের মানসিক ও সামাজিক হীনাবস্থার লক্ষণ চতুর্দ্দিকেই পরিলক্ষিত হইতেছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে হৃদয় শোকে পরিপ্লুত হয়। আমাদিগের দেশ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আমাদিগের জাতির মানসিক বীর্য্য অবসন্ন এবং সমুদায় উচ্চ আশা ও মহৎ ভাব ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের পূর্ব্বতন পুরুষগণ যেরূপ পবিত্র, মধুর এবং সুখময় গৃহে বাস করিয়া পারিবারিক ও সামাজিক সুখ লাভ করিতেন এবং আধ্যাত্মিক যোগের উচ্চতর আনন্দ সম্ভোগ করিতেন এক্ষণে আমরা তদনুরূপ দৃষ্টান্ত দর্শন করিতে পাই না।

হিন্দু মহিলাগণের বর্ত্তমান অবস্থা অতি শোচনীয়! ঠিক্ অর্দ্ধ শতাব্দ গত হইল ইহাদিগের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হয়। এই সময়ে খৃষ্টীয় মিসনরীগণ নিন্দা ও অপমান স্বীকার পূর্ব্বক সত্য প্রচার এবং স্ত্রীজাতির উন্নতির নিমিত্ত উৎসাহ পূর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং কলিকাতার নারীগণের মধ্যে সভ্যতা বিস্তারার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মিস্ কুক (অতঃপর বিবী উইলসন) ১৮২১ অব্দে কলিকাতায় আগমন করেন এবং এক বৎসরের মধ্যে আটটী বিদ্যালয় সংস্থাপন এবং দুই শত চৌদ্দ জন বালিকা সংগ্রহ করেন। তিনি পরিশ্রম স্বীকারে ক্লান্ত হইতেন না এবং স্বাবলম্বিত কার্য্য সাধনে সম্পূর্ণ অনুরাগিনী ছিলেন। এই সমুদায় বিদ্যালয় পশ্চাৎ একত্র হইয়া সেনট্রাল স্কুল অর্থাৎ মধ্যস্থ বিদ্যালয় নামে খ্যাত হয়। এই বিদ্যালয়টী ১৮২৬ অব্দে সংস্থাপিত হয়, এবং এদেশীয় এক ধনী সম্পন্ন মহাত্মা রাজা বৈদ্যনাথ প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত ২০০০ বিংশতি সহস্র টাকা দান করিয়া তদুৎযোগীদিগকে উৎসাহিত করেন। মিস্ কুক চর্চ মিসনরি সোসাইটীর অধীনে অনেক

দিন পর্য্যন্ত কার্য্য করেন, এবং তাঁহার পরিশ্রম যে অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব। কিন্তু তাঁহার জেলা বিদ্যালয় সকলের অধিকাংশ ছাত্রী যে কলিকাতার মধ্যস্থ ও চতুঃপার্শ্বস্থ দরিদ্র শ্রেণী হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, ইহা বলিলে অন্যায় হয় না। মহামান্য বেথুন সাহেব ১৮৪৫ অব্দে কলিকাতায় একটী গৃহ নির্ম্মাণ করেন এবং তথায় ধনী ও মধ্যবিধ শ্রেণীর ছাত্রীদিগের বিশেষ উপকারার্থ একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যান। এই মহানগরে বেথুন বালিকাবিদ্যালয় মহাসমারোহে সংস্থাপিত হইল।

এতদ্দেশীয় অনেকানেক ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া এবিষয়ে উৎসাহ দান করিলেন এবং বেথুন মহোদয়কে সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু যে কোন কারণে হউক, এই বিদ্যালয়ের সত্বর শ্রীবৃদ্ধি হইল না। ইহা বদ্ধমূল হইতে অনেক দিন লাগিল। ক্রমে ক্রমে জন সাধারণের বিপক্ষতাবেগ নিবৃত্ত হইল, এদেশীয় লোকে স্ত্রীজাতির উন্নতির ইষ্টকারিতা দিন দিন অধিকতর রূপে বুঝিতে লাগিলেন এবং ইহার আবশ্যকতা ও শুভফল প্রত্যক্ষ করিলেন। এইরূপে সময়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিত-রূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। গত দশ বর্ষ মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট ও দেশ বিদেশীয় হিতৈষী মহাত্মাগণের চেষ্টার ফল যে যথেষ্ট হইয়াছে তাহার অখণ্ড প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৮৬০ ও ৬১ অব্দে ১৬টী মাত্র বালিকাবিদ্যালয় ও তাহাতে ৩৯৫ জন মাত্র ছাত্রী ছিল, কিন্তু গত ১৮৬৯—৭০ অব্দে আমরা অন্যূন ২৮৪টী বালিকাবিদ্যালয় ও ৬৫৬৯ জন ছাত্রী দেখিতে পাই। হাউয়েল সাহেব শিক্ষাবিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তদনুসারে সমুদায় ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে অন্যূন ২০০০ বালিকা বিদ্যালয় আছে এবং তাহাতে ৫০,০০০ পঞ্চাশ সহস্রের অধিক বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে।

আপাত দৃষ্টিতে যেরূপ উন্নতি দেখা যায়, ইহা দ্বারা সেইরূপ উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষে যে এত গুলি বিদ্যালয় আছে এবং এত সংখ্যক বালিকা উদার শিক্ষার সাহায্য লাভ করিতেছে ইহা বার

পর নাই সন্তোষের বিষয়! কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে উন্নতি সম্পন্ন হইয়াছে তৎ প্রমাণে ইহাই যথেষ্ট নহে।

স্ত্রীজাতির যে বাহ্য উন্নতি স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায় এবং যাহা প্রকাশ্য শিক্ষা বিবরণ হইতে সংগ্রহ করা যায় তদপেক্ষা দেশবাসিগণের চিন্তা ও আশাস্রোত অন্তঃ সলিলা নদীর ন্যায় অধিকতর উন্নতির দিকে প্রবাহিত হইতেছে ইহা দেখিয়া হৃদয় অধিকতর উৎসাহ ও আনন্দে পূর্ণ হয়। হিন্দু অন্তঃপুরে প্রবেশ কর, দেখিবে যে সকল রমণী কখনও ইংলণ্ডীয় শিক্ষয়িত্রীদিগের সংস্পর্শে আইসেন নাই, তাঁহারা বাঙ্গলা পুস্তক সকল অধ্যয়ন করিতেছেন এবং স্বামী ও ভ্রাতা প্রভৃতির সাহায্যে অনেক উন্নতি লাভ করিতেছেন তাঁহারা যে কেবল বুদ্ধির প্রাখর্য্য সাধন করিতেছেন তাহা নহে, কিন্তু বিশ্বাস, পবিত্রতা এবং সর্ব্ব প্রকার উন্নত ভাবে বিভূষিত হইতেছেন। হিন্দুরমণীগণ অন্তঃপুরে আবদ্ধ এবং অসংখ্য বাধায় পরিবেষ্ঠিত হইয়াও মূর্খতা ও কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৌত্তলিকতা ও সর্ব্ব প্রকার অপবিত্রতা পরিত্যাগ করিতেছেন এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেন ইহা দেখিয়া কি হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয় না? এই প্রথা কেবল দুই একটী সভ্য পরিবারের মধ্যে বদ্ধ নাই, কিন্তু ইহা কলিকাতা এবং মফঃস্বলের অনেক নগর ও উপনগরস্থ সভ্য হিন্দু-পরিবার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ জ্ঞানের আলোক অন্তঃপুরের কঠিন দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং যাহারা বাহিরে আসিয়া গ্রহণ করিতে না পারে তাহাদিগকেও উজ্জ্বল করিতেছে। বঙ্গদেশের মধ্যবিভাগে উড্রো সাহেবের অধীনে ১৩২৭ ছাত্রী অন্তঃপুরে থাকিয়া অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রীদিগের নিকটে নিয়ামিত শিক্ষা লাভ করিতেছে। এ প্রকার শিক্ষয়িত্রীগণকে ধন্যবাদ! তাঁহারা অতি মহৎ ও উদার অভিপ্রায়ে কার্য্য করিতেছেন অর্থাৎ হিন্দু রমণীগণ যদি আমাদিগের বিদ্যালয়ে না আইসেন, আমাদিগের বিদ্যালয় সকল তাঁহাদিগের নিকট যাইবে। তাঁহারা যদি প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে আসিয়া জ্ঞান লাভ করিতে না চান, ঘরে বসিয়া যাহাতে তাহার উপায় ও সুবিধা

(ক্রমশঃ)।

সকল পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

## নূতন সংবাদ।

১। "বজ্রযোগিনীর কোন নৈকুষ্য কুলীনের স্ত্রী অনেকদিন কষ্টেশ্রেষ্ঠে কাটাইয়া এক শূদ্রের গৃহিণী হইয়া তদন্নবস্ত্রে প্রতিপালিত হইতেছেন।

একজন কুলীন আপনার এক স্ত্রীকে অন্যস্থানের এক শ্যালকের সহিত বিবাহ দিতে গিয়াছিল, প্রকাশ হওয়াতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।"

কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ভ্রষ্টাচার ও দুর্ব্যবহার আর আমরা শুনিতে পারি না। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, কলিকাতায় কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু সনাতন ধর্ম্মরক্ষিনী নামে যে একটী সভা করিয়াছেন তাহা হইতে বহুবিবাহ ও কন্যাবিক্রয় নিবারণের চেষ্টা হইতেছে। দেশের সকলে এবিষয়ে একমত হইয়া ত্বরায় প্রতীকার বিধান করুন।

২। সম্প্রতি শ্রীরামপুরে একজন বৃদ্ধ ত্রয়োদশ বর্ষীয়া এক কন্যাকে বিবাহ করিতে আইসে। বর সভায় আসিয়াছেন, এমন সময়ে কতকগুলি যুবক বারয়ারির টাকার নিমিত্ত গোলযোগ করিয়া তাহার ঘড়ি প্রভৃতি কাড়িয়া লয়। বর পুলিষে সংবাদ দিতে গেলেন, আসিয়া দেখিলেন একজন যুবকের সহিত কন্যাটীর বিবাহ হইতেছে। বৃদ্ধ বর নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

৩। ফাল্গুনের প্রথমে শনি, রবি ও সোমবার ৩ দিবস হিন্দুমেলা হইয়া গিয়াছে। হিন্দুজাতির মধ্যে একটী ঐক্যবন্ধন ও তাঁহাদের উন্নতি সাধন এই মেলার উদ্দেশ্য। মেলাস্থলে স্ত্রীলোকের নির্ম্মিত অনেক সুন্দর সুন্দর শিল্পকার্য্য প্রতিবৎসর প্রেরিত হয় এবং যাঁহাদের শিল্প উৎকৃষ্ট হয় তাঁহারা অনেক উৎসাহ লাভ করেন। এবৎসরের শিল্পকার্য্য সকল প্রশংসনীয় হইয়াছে।

৪। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের বিবি এস্ নাম্নী এক স্ত্রীলোক ১০৭ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমরা সোমপ্রকাশ পাঠে আশ্চর্য্য হইলাম, বারাসতে একটী স্ত্রীলোকের বয়স ১১৫ বৎসর হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত বৃদ্ধা বিলক্ষণ সবল আছেন, তাঁহার একটীও দন্ত নষ্ট হয় নাই।

৫। কেল্লার মাঠে একজন বাজীকর নানা তামাসা দেখাইতেছিল। সে একটী উড়ের হাতে ডবল পয়সা

টাকা করিয়া দিব বলিল এবং যথার্থ টাকা দেখাইয়া দিল। কিন্তু উড়ে টাকাটী লইয়া প্রস্থান করে দেখিয়া সে পুলিস্‌কে বলে আমি নিজের টাকা উহার হাতে কৌশল করিয়া দিয়াছিলাম, এখন তাহা চাই। পুলিষ তাহার নালিস অগ্রাহ্য করায় ধূর্ত্ত আপনার ফাঁদে আপনি পড়িয়াছে।

৬। বিলাতে অনেক স্ত্রীলোক বক্তৃতাদ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। জুলিয়া ওয়ার্ড হাউই নাম্নী এক বিবি সম্প্রতি 'পৃথিবীতে শান্তি এবং মনুষ্যগণের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব হউক' এই বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। মেরি এলিবার মোর আর একটী বক্তৃতা করেন। আমেরিকা হইতে এমা হার্ডিঞ্জ নাম্নী একটী স্ত্রীলোকে ইংলণ্ডে আসিয়া প্রতি রবিবারে যেরূপ বক্তৃতা করিতেছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি।

৭। বোম্বায়ে মোরোবা কানোবা নামে একজন প্রসিদ্ধ লোক ভুলিবাই নাম্নী এক বিধবার পাণিগ্রহণ করেন। সম্প্রতি ঐ স্ত্রীপুরুষের মৃতদেহ একত্রে এক কূপের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। অনেক অনুসন্ধান করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক আত্মহত্যা করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন আর কিছু জানিতে পারা যায় নাই।

৮। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, শ্রীরামপুরে একটী অন্তঃপুর স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৩৬০ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

৯। বরাহ নগর নিবাসী প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী আমাদিগের প্রিয়বন্ধু বাবু শশিপদ বন্দোপাধ্যায় স্বরায় সস্ত্রীক ইংলণ্ডে গমন করিবেন। ইংলণ্ডে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের গমনের এই প্রথম দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতেছি। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ইহাঁরা নিরাপদে রাজদেশে গমন করিয়া এদেশের মঙ্গলোন্নতির উপায় শিক্ষা করুন্ এবং স্বদেশে সচ্ছন্দ শরীর মনে প্রত্যাগমন করিয়া আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে আনন্দ বর্দ্ধন করুন্।

১০। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। আমাদিগের গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেয়ো ও তাঁহার পত্নী লেডী মেয়ো উভয়ে উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ দান করেন।

১১। ভারত সংস্কার সভার অধীনে যে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় হইয়াছে, ইতিমধ্যে তাহার ছাত্রী সংখ্যা ১৭টী হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রতিদিন বাঙ্গালা শিক্ষা দেন এবং একটী বিবী ইংরাজী ও শিল্প কার্য্য শিখান। ভক্তিভাজন বাবু কেশবচন্দ্র সেন মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপকারী বিষয় সকল অতি সহজে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। ছাত্রীগণ এক মাস কাল শিক্ষা করিয়া যেরূপ সুন্দর মাসিক পরীক্ষা দিয়াছেন তাহাতে শিক্ষাপ্রণালীর যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। আগামী আষাঢ় মাসে তাঁহাদিগের একটী বিশেষ পরীক্ষা লইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রীদিগকে ভাল করিয়া পারিতোষিক দিবেন, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ এইরূপ মনস্থ করিয়াছেন।

---

## বামাগণের রচনা।

আমাদিগের দেশে স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষার পদ্ধতি না থাকাতে যে কত অমুপকার হইতেছে তাহা লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম। পুরুষেরা অর্থ উপার্জ্জন করেন সত্য বটে কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর সংসারের সমস্ত ভার। বালক বালিকাগণ প্রথমত তাহাদেরই হস্তে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। কিসে তাহাদিগের স্বাস্থ্য ভাল থাকে কিসে বা মন্দ ঘটে তাহাদিগের জানা নিতান্ত আবশ্যক। কিসে সন্তানেরা অশ্লীল ও অসাধু ভাষা শিক্ষা না করে, কিসে সভ্য হয় তাহাদিগের দেখা অত্যাবশ্যক, কেন না বাল্যকালের সংস্কার অতি গাঢ় হয়, এবং ঐকালে অধিক সময় উহাদিগের নিকট ক্ষেপণ হয়। যে সংসারের কর্ত্রী উত্তম, সরল, দয়ালু ও বিবেচক সেই সংসারের সকলেই সেই রূপ হইতে চেষ্টা করে। যে কর্ত্রীকে একের অধিক পুত্র, কন্যা, ও পুত্রবধূ লইয়া থাকিতে হয় তাহাকে যে কি প্রকার বিবেচনার সহিত চলিতে হয়, কিরূপে সকলের প্রতি সমান ভাল বাসা ও সমান স্নেহ দর্শাইতে হয়, এবং কি প্রকার ব্যবহার করিলে সকলের মন তুষ্ট থাকে তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা কঠিন। যে সংসারে গৃহিণী সকল দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সকল কার্য্য মঙ্গল অমঙ্গল বিচার করিয়া সমাধা করেন সেই সংসারের

দিন দিন উন্নতি হইতে থাকে, নচেৎ অবিবেচনার কার্য্য হইলে সংসারের শ্রী থাকে না এবং সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ ও কলহ বৃদ্ধি হইতে থাকে।

আমার পক্ষে সংসার অতি কঠিন ব্রত হইয়া উঠিয়াছে। আমার ঈশ্বর কৃপায় দুইটি পুত্র—দুইটি বিদেশে কাল যাপন করে। দুটি পুত্রবধূ আর স্বামী ও একটি দাস ও একটী দাসী এই অতি ক্ষুদ্র সংসার। আমি প্রথমত স্থির করিয়াছি যে কিরূপে পুত্র বধূদ্বয় সর্ব্বদা কাজে নিযুক্তা থাকেন এবং তাহাদের কর্ম্মের শেষ না হয়। যে হেতু অলস থাকিলে নানা প্রকার চিন্তা আক্রমণ করে এবং চিন্তা করিতে অধিক সময় পাইলে মন উচাটন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাঁহাদিগের উপর সংসারের অনেক কার্য্যেরই ভারার্পণ করিয়াছি। তাঁহাদিগের কাজের উদ্যোগ করিয়া দিই, স্বয়ং নিকটে থাকিয়া আবশ্যক মতে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দান করি। এক দিবস বড় বউমা রন্ধন করেন, এক দিবস ছোট বউমা। যে দিবস যিনি রন্ধন শালায় গমন না করেন সে দিবস তিনি বাহিরের কার্য্য সমস্ত করেন অর্থাৎ তাঁহাদের শ্বশুরের জলযোগের উদ্যোগ, স্নানের ও চা খাবার জল তৈয়ার, পান সাজা, ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্তা থাকেন। কর্ত্তার কর্ম্মস্থলে গমনের পর এবং আমার ঈশ্বর আরাধনার পর প্রায় ৯॥০ ঘন্টা বেলার সময় একবার কন্যাদ্বয়কে (পুত্রবধূ) লইয়া জলযোগ করাই বা কোন দিবস একত্র বসিয়া সকলেই জলযোগ করি। পরে আহারের উদ্যোগ করিতে কহি। বৈকালেও ঐরূপ করিয়া থাকি। আহারাদির পর তাঁহাদিগকে লইয়া শিল্প কার্য্য করি। কখন বা কোন পুস্তক পাঠ করাই। সাধ্যমতে সেই সেই পুস্তক হইতে সদুপদেশ প্রদান করি। সন্ধ্যার সময় তাঁহাদিগকে লইয়া কর্ত্তার নিকটে বসিয়া পড়া শুনা করাই ও করি এবং একত্রে পান ভোজনাদি করি। তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র শয়ন করিতে দিই না, উভয়কে নিকটে লইয়া শয়ন করি। দাস দাসীর উপর এমত অনুমতি দিয়াছি যে তাহারা তাঁহাদেরই ভৃত্য, তাঁহাদিগের অনুমতি ক্রমে সমস্ত কার্য্য আমাকে একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়া করিবে। বৌমাদিগকে খাতা বাঁধিয়া দিয়াছি।

কেহবা সংসারের হিসাব রাখেন, কেহবা ধোবার কাপড় মজুরের রোজ লিখিয়া রাখেন। আমিই তাঁহাদের সম বয়স্কের ন্যায় বন্ধুর কার্য্য করি, কখন বা পাঠাদি লইয়া উপদেশ দিই; হাস্য পরিহাস করি। তাঁহারা আমা ভিন্ন অন্যের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে ইচ্ছা করেন না। ক্রমে এমত করিয়া তুলিয়াছি যে আমার সঙ্গ ছাড়া হইতে ক্ষণেকের নিমিত্ত কেহই বাঞ্ছা করেন না। আমার নিকট উভয়ে এমত তুল্য প্রিয় হইয়াছেন যে কাহার কোন গোপন কথা আমার নিকট অপ্রকাশ নাই। সংসারের গতিকে যদি কখন কোন কারণে কাহারও উপর বিরক্তি প্রকাশ করি আর এমন সময়ে ভুল ক্রমে যদি অপরটি কোন পোষকতার কথা কন তাহা হইলে তাঁহারই উপর এমত রাগ প্রকাশ করি যে তিনি আর ও রূপ কথা কদাচ না কহেন। আমি আমার বধূ মাতাদিগকে আহার এবং জল খাবার সময় শিশু বালিকার ন্যায় ব্যবহার করি, পাঠের সময় বালকের ন্যায় ব্যবহার করি এবং কর্ম্মের সময় গাম্ভীর্য্য দর্শন করাই আর আনন্দের সময় নিতান্ত সমবয়স্ক বন্ধুর তুল্য ব্যবহার করিয়া হাস্য পরিহাস করি।

*　　*　　*　　*

উপরি উক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, জানি না ইহাতে কতদূর কর্ত্তব্য পালন হইতেছে।

যোগমায়া দেবী (শাশুড়ী)। *

আত্মীয় জনের সহিত প্রণয় কি রমণীয় পদার্থ! আত্মীয় লোকের প্রণয়াস্পদ হইলে মন কতদূর তৃপ্ত থাকে। তাঁহাকে দর্শন করিলেও মনে সন্তোষ জন্মে। আর ঐরূপ আপনার লোকের সহিত অপ্রণয় হইলে যে কি পর্য্যন্ত অসুখ জন্মে, তাহা যে প্রণয়ের সুখ অনুভব করিয়াছে, সে ব্যতীত অন্যে জানিতে পারে না। বিশেষতঃ সংসার মধ্যে কোন আত্মীয় জনের সহিত অপ্রীতি হইলে মন কতই যন্ত্রণা ভোগ করে; কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকে না। যতক্ষণ না তাহার অনুরাগ পুনরায় লাভ করা যায় ততক্ষণ ক্লেশের অবধি থাকে না। ইহা জানিয়া যে স্বজনের সহিত প্রেম না রাখে তাহার পর নির্ব্বোধ আর জগতে কেহই নাই।

আমরা দুইটি যা দুইটি সহোদরার তুল্য। আমাদের পরস্পরের বিশেষ অনুরাগ আছে এবং তদ্দ্বারা আপনাদিগকে সুখী বোধ করিতেছি।

---

* স্ত্রীলোকেরা আপনাদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করেন এবং কাজের বিষয় সকল লইয়া রচনা করেন এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিলে যথেষ্ট আনন্দলাভ করা যায় সন্দেহ নাই। আমাদিগের কোন বন্ধু তাঁহার পরিচিত কোন হিন্দু-পরিবারের শাশুড়ীও বধূর রচনা পাঠাইয়াছেন, তাহা এস্থলে প্রকাশ করা গেল।

আমরা দুই ভগ্নী প্রাতঃকালে মাতার অর্থাৎ শাশুড়ীর ক্রোড় হইতে উঠিয়া গিয়া একত্রে স্নান করিতে গমন করি, স্নানান্তে যাহাকে যে দিবস রন্ধন করিতে হয় তিনি সেই দিবস রন্ধন শালায় গমন করেন। নচেৎ বাহিরের কার্য্য সমস্ত করিতে হয়। যদি পিতা বা মাতা (শ্বশুর শাশুড়ী) কাহাকে আহ্বান করেন এবং তাহার তৎকালে সাবকাশ না [illegible] তাহা হইলে যাহার সাবকাশ [illegible] সেই দ্রুতপদে গমন করে। আমাকে ডাকিলে কখন দিদি গমন করে, কখন বা দিদিকে ডাকিলে আমি গমন করি। পিতা মাতা কোন সময়ে অসুখ প্রকাশ করিলে উভয় ভগ্নীতে পরামর্শ করিয়া যাহাতে তাঁহাদের সে অসুখ দূর করিতে পারি তাহার চেষ্টা করি। আমাদিগের আমরাই বন্ধু, মনের কথা উভয় উভয়ের কাছে কহিয়া মন তৃপ্ত করি। যদি কখন বাল্য স্বভাব প্রযুক্ত কোন অন্যায় কার্য্য করি এবং তজ্জন্য তিরস্কারের ভাজন হই, দিদি পিতা মাতার নিকট আমাকে নিরপরাধী [illegible] যত্ন করেন এবং ঐরূপে তাহার সময়ে আমিও যাহাতে সে বিষয়ে দিদি নির্দ্দোষী হন তাহার বিশেষ চেষ্টা করি। যদি তিনি কোন দিবস পাঠ দিবার জন্য প্রস্তুত না হইতে পারেন, সে দিবস আমিও পড়া দিতে যাই না। উভয়ে নিরস্ত থাকিলে কাহারও উপর দোষ আসে না। পিতার রোগ জন্য আমরা উভয় ভগ্নীতে সর্ব্বদা চিন্তিত থাকি। পিতা যতক্ষণ না কর্ম্মস্থল হইতে প্রত্যাগমন করেন ততক্ষণ আমাদিগের বিষম ভাবনা থাকে। হয়ত পীড়িত হইয়া আসিবেন এই আশঙ্কা করি। যে সমস্ত দ্রব্যাদি সেবন করিলে তাঁহার শরীর সুস্থ থাকে তাহার উদ্যোগে ব্যস্ত থাকি। পিতার ঘরে হিম প্রবেশ না করে দিবসে তাহার উপায় উভয় ভগ্নীতে পরামর্শ করিয়া স্থির করি। যদি আমাদিগের অন্য চিন্তা আসিয়া আক্রমণ করিতে চায় আমরা উভয় ভগ্নীতে কোন পুস্তক লইয়া বসি কিম্বা উভয়ে মাতার নিকটে গিয়া তাঁহার মধুমাখা সরল অন্তঃকরণের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনকে চঞ্চল হইতে দিই না। আমাদিগের বিরসবদন দেখিলে পিতা মাতা উভয়েই অতিশয় কষ্ট বোধ করেন, এজন্য আমরা উভয়েই সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে প্রীতিপ্রফুল্লবদন [illegible]ই। যদি কখন দিদির [illegible] বিচলিত দেখি আমি কোন গল্প করি বা পুস্তক লইয়া তাঁহার নিকট পাঠ করিয়া তাঁহার মনের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা পাই। পিতা মাতার যে রূপ স্নেহ ও ভালবাসা, আমাদিগের ভক্তি বা সেবা তাহার শত অংশের একাংশও নহে। আমাদিগের কোন অসুখ বা পীড়া হইলে পিতা মাতা যে কি প্রকার ব্যাকুল হন তাহা বলিবার

নহে। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কি উপায়ে আরোগ্য লাভ করিব তাহারই সদুপায় চিন্তা করেন। আমার পীড়া হইলে ভগ্নী রন্ধন করিতে করিতে আমার শুশ্রূষা করিতে আইসেন, কতই চিন্তা করেন। আমি কিসে ভাল থাকিব, কি খাইতে ইচ্ছা করি এই সমস্ত তত্ত্ব করেন এবং সেই রূপ উদ্যোগ করিয়া আহারাদি করান। আমিও ক্ষমতা অনুসারে তাঁহার সেবা করিতে চেষ্টা করি। এই রূপ পরস্পরে পরস্পরের সাহায্যে স্নেহে ও ভালবাসায়, আমোদ প্রমোদের সহিত প্রণয়ে কালাতিপাত করিতেছি। পিতা মাতার সেবার কথা কি বলিব তাঁহাদের সন্তানগণ নিকটে নাই, আমরাই সন্তান। পুত্র কন্যার যাহা কর্ত্তব্য সেই রূপ সেবা ভক্তি করা আমাদিগেরও নিতান্ত কর্ত্তব্য।

নীরদা দেবী (বধূ)।

## প্রার্থনা।

কোথা তুমি দীননাথ দীন দয়াময়।
দুঃসহ পাপের জ্বালা প্রাণে নাহি সয়॥
অজ্ঞানের প্রায় আছি এ ভব সংসারে।
একবার তব নাম স্মরি না অন্তরে॥
সর্ব্বদাই আশা মদে মন মত্ত রয়।
ক্রমে ক্রমে দিন মম হইল হে ক্ষয়॥
সংসারের ঘোর মোহে আছি অবিরত।
একবার তব কার্য্যে নাহি হই রত॥
যেতে হবে পরলোকে নাহি ছিল জ্ঞান।
ভেবেছিনু চির দিন যাইবে সমান॥
অকিঞ্চিৎ সংসারের আমোদ নিচয়।
তুচ্ছ বলে এক দিন মনে নাহি হয়॥
অসার পদার্থে কত করিয়া যতন।
অনর্থক নষ্ট করি সময় রতন॥
হায় প্রভু কি হইবে অধমার গতি।
কি পাপে হইল মম এমন দুর্ম্মতি॥

তব কার্য্যে হইতেছে কত সুখোদয়।
ভ্রমেতেও মনোমধ্যে উদয় না হয়॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি তোমার কৃপায়।
সুখময় শোভাময় দেখি সমুদায়॥
যা কিছু দেখিতে পাই সুখের কারণ।
সর্ব্বসুখ দাতা তুমি কর বিতরণ॥
মাতা পিতাধিক স্নেহ তোমাতেই পাই।
তোমারে না চিনি অন্যে দেই হে দোহাই॥
তোমার অদ্ভুত কার্য্য করিলে হে মনে।
আনন্দাশ্রু কার বল ঝরে না নয়নে?
কি কৌশলে করিয়াছ জীবের সৃজন।
কত সাবধানে কর গর্ভের স্থাপন॥
জননীর স্নেহভাব লালন পালন।
শিশুর আহার হেতু দুগ্ধের যোজন॥
আমাদের আবশ্যক যাহা কিছু চাই।
সকলি কৃপায় তব অপ্রতুল নাই॥
কত দ্রব্যে কত গুণ করেছ বিস্তার।
অনায়াসে জানে জীব করিলে ব্যাভার॥
তোমার কৌশল কিছু বুঝিতে না পারি।
এ কারণ কত বস্তু ভাবি অপকারী॥
যা কিছু করেছ তুমি অখিলে সৃজন।
হিতের কারণ তাহা হিতের কারণ॥
এক দ্রব্যে কত গুণ করেছ হে যোগ।
কত মতে কত সুখ করি উপভোগ॥
এক মাটী হতে বৃক্ষ নির্ম্মাণ করিলে।
ফল ফুল পত্রে ভিন্ন আস্বাদন দিলে॥
ভিন্ন ভিন্ন গুণ তারা করিছে ধারণ।
কার্য্য দেখে কিবা হবে না বুঝি কারণ॥

শ্রীসারদা সুন্দরী রায়।
শিবহাটী।

---

Printed at J. G. Chatterjea & Co's Press, 115, Amherst Street.

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৯২ সংখ্যা। } চৈত্র বঙ্গাব্দ ১২৭৭। {৬ষ্ঠ ভাগ।

## স্ত্রীজাতির পরিশ্রম।

"শরীরের নাম মহাশয়
যা সহাও তাই সয়।"

পৃথিবীর অনেক অংশে এইরূপ একটী কুসংস্কার আছে যে পুরুষ-জাতি জগতের কার্য্য করিবার জন্য এবং স্ত্রীজাতি কেবল শোভার নিমিত্ত। এ কথা শুনিলে আপাততঃ অনেকে পুরুষ জাতিকে দুর্ভাগা ও স্ত্রীজাতিকে ভাগ্যবতী মনে করিতে পারেন, কিন্তু ফলে তাহার ঠিক বিপরীত। কি পুরুষ কি স্ত্রী জগদীশ্বর উভয়কেই কার্য্যক্ষম ইন্দ্রিয় ও মনো[illegible]য়া রচনা করিয়াছেন, উভয়েরই জীবন তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য স[illegible]ত্ত এবং কার্য্য সাধনই সুখ, শান্তি ও আনন্দে[illegible]প্রধান সহায়। ক[illegible] করিয়া অলস হইয়া যিনি মনুষ্য নাম ধারণ করেন, [illegible]র জীবন বিড়ম্ব[illegible]মাত্র। তিনি যদি কুবেরের ভাণ্ডার পান, রত্ন-অলঙ্কার-ভূষিত হইয়া [illegible]কেন এবং ইচ্ছামাত্র পৃথিবীর সকল সুখ সামগ্রী লাভ করিতে পারেন, ত[illegible]পি তিনি [illegible]পদার্থ ও প্রকৃত সুখে বঞ্চিত—পরিশ্রমী সামান্য শাকান্ন[illegible]জী কৃষ[illegible]হার অপেক্ষা সহস্র গুণে সুখী ও ভাগ্যবান্। পুরুষেরা স্ত্রীজা[illegible]র উপরে যত অত্যাচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই প্রকার অলস অপদার্থ

করিবার চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। তাঁহারা ইহাদিগের নাম বিলাসিনী রাখিতে চান, পুত্তলিকার ন্যায় সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া গৃহের পাঁচটী আসবাবের একটী করিতে চান। অবলাগণও এমনি অল্পবুদ্ধি, যে এইরূপ হইতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। দুর্ভাগ্য বামাগণ! জগতে প্রজাপতি ও ফড়িঙ্গ অনেক আছে, তোমরা মনুষ্য হইয়া কি তাহাদিগের দলে মিশিতে চাও? আর স্বার্থপর পুরুষদিগের প্রলোভনে ভুলিয়া তোমরা কি আপনাদিগের অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না? পুরুষেরা তোমাদিগকে সুন্দর সুসজ্জিত করিয়া কেবল উপভোগের বস্তু করিতে চান, তোমরাও কি কেবল তাঁহাদিগের উপভোগের বস্তু হইবার জন্য জীবন সমর্পণ করিবে? ইহা অতি লজ্জার অতি দুঃখের বিষয়!

আমরা কেবল এদেশের বামাগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না, সভ্যতম ইংলণ্ড প্রভৃতির মহিলাগণের অবস্থাও বড় অধিক উৎকৃষ্ট নহে। সাহেবেরা যেমন এদেশের পুরুষদের, বিবীরাও তেমনি ক্রমে স্ত্রীলোকদের আদর্শ হইতেছেন। কিন্তু ইহারাও স্বামীর সুখের উপকরণ মাত্র হইয়া থাকেন। অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে ইহাদের পরিচ্ছদের পারিপাট্য বিলক্ষণ। ইহাদের অধিকাংশের গুণের মধ্যে গল্পের পুস্তক পড়িতে পারা, চেকনাই শিল্পকার্য্য করা এবং গানবাদ্য ও নৃত্য শিক্ষা। কিন্তু এ সকলই [illegible] গুণ এবং কেবল পুরুষের মনোরঞ্জনের উপায় মাত্র। এ গুণ বরং [illegible] করিলেই এদেশের নারীগণ প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না।

পুরুষ ও স্ত্রীজাতির প্রকৃতি বিভিন্ন, সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীও অনেক বিষয়ে বিভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু কার্য্য যে প্রকার হউক উভয়কেই পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে। হিন্দু সমাজে এতকাল যে প্রকার ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে তাহাতে অর্থোপার্জ্জন ও বাহিরের সমুদায় কার্য্য পুরুষের এবং গৃহকার্য্য সমস্তের ভার স্ত্রীলোকেরই উপরে। পুরুষেরা আপনাদিগের কার্য্য বিহিতরূপে সম্পন্ন করিয়া যেরূপ প্রশংসা ও সুখ লাভ করিয়া থাকেন, স্ত্রীগণও সেই রূপ। বস্তুতঃ গৃহস্থের

বাটীর মহিলাগণ রন্ধন, গৃহমার্জ্জন, সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি কার্য্য যে রূপ শ্রম সহকারে নির্ব্বাহ করেন, তাহাতে তাঁহারা যে গৃহলক্ষ্মী বলিয়া প্রতিষ্ঠা ভাজন হইবেন তাহার আর সন্দেহ কি? তাঁহারা বিদ্যাহীনা ও কুসংস্কারাপন্না হউন, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে যতদূর সাধ্য কর্ত্তব্য সাধনে ত্রুটি করেন না।

বর্ত্তমানকালের সভ্য হিন্দু মহিলাগণের মধ্যে যত প্রবেশ করা যায় ততই পরিশ্রম বিষয়ে শিথিলতা এবং বিলাসের প্রতি প্রবল তৃষ্ণা দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইতে হয়। এখনকার যুবকগণ যেমন অলস, অকর্ম্মণ্য ও সুখপ্রিয় হইতেছেন তাঁহাদের পত্নীগণও সেই রূপ সভ্যরুচি অনুকরণ করিয়া অপদার্থ হইয়া পড়িতেছেন। যে আবধ্যতা ও স্বেচ্ছাচারে পুরুষদিগের অশেষ অনিষ্ট করিতেছে, তাহাতে নারীগণেরও সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইতেছে। পতিসেবা, শ্বশুর শ্বশ্রূর পরিচর্য্যা, সন্তান পালন এবং রন্ধনাদি গৃহকার্য্য অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছে। যাঁহারা এসকল কার্য্য করেন, তাঁহারা আবার প্রকাশ পাইলে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হন। একদিকে যেমন গৃহকার্য্যের প্রতি অবহেলা, অন্যদিকে তেমনি ভাল বাসস্থান, ভাল আহার, ভাল বস্ত্রালঙ্কার এই সকলের জন্য স্পৃহা বাড়িতেছে। তাঁহাদিগের স্বামিগণ অনেক স্থলে এই সকল অনিষ্টের কারণ হন। তাঁহারা পিতা মাতাকে তিরস্কার ভৎর্সনা করিতে পারেন, কষ্টে রাখিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীদিগের প্রতি কোন কঠিন ভাব ধারণ করিতে অনিচ্ছু ও অক্ষম। ঈশ্বরের রাজ্যে লোকে আপনাদের দোষের আপনারাই শাস্তিভোগ করিয়া থাকেন। পুরুষগণ যেরূপ নারীগণকে বিলাসিনী করিয়া সুখলাভের অভিসন্ধি করেন, স্ত্রীগণ সেই রূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া তাঁহাদিগের দুঃখের কারণ হন। ইহঁাদিগের হইতে তাঁহারা না সময়ে আহার পান, না গৃহের সুশৃঙ্খলা দর্শন না সন্তানগণের রীতিমত প্রতিপালনের আশা করিতে পারেন। ইহঁারা রীতিমত বিদ্যা ও ধর্ম্মভাবে উন্নত হইলে নীচকার্য্য সকল পরিত্যাগ করিয়া মহৎকার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে পারেন সত্যবটে, কিন্তু সচরাচর সেই রূপ হওয়া কোনক্রমে সহজ নয়, সুতরাং অধিকাংশ স্থলে প্রতারিত হইতে হয়।

বামাগণকে আমরা বিলাসিনী দেখিতে চাই না, যাহাতে তাঁহাদিগের প্রকৃত কল্যাণ লাভ হয় তাহাই দর্শন করিতে চাই। অতএব তাঁহাদিগের প্রতি সবিনয়ে অনুরোধ করি, বর্ত্তমান সময়ে স্বেচ্ছাচার রূপ শত্রু সকল চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া আছে, একটু অসাবধান হইলে ইহারা সর্ব্বনাশ করিবে। অবলাগণ! আপনাদিগের দুর্ব্বলতা স্মরণ রাখিয়া যতদূর সাধ্য সতর্ক হইতে চেষ্টা করুন্, যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন তাহা সংসাধন জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করুন্ এবং শ্রমশীলা ও কার্য্যকুশলা হইয়া আপনাদিগের, পরিবারের এবং জন সমাজের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের সহকারিতা করুন্। শ্রম করিতে যত অভ্যাস হইবে, শ্রম ততই সহজ হইবে ও অজস্র সুখ প্রদান করিতে থাকিবে। আলস্য দ্বারা সুখী হইবার প্রত্যাশা করা ভ্রান্তি মাত্র।

---

## কারা-কুসুমিকা।

(৩২৪ পৃষ্ঠার পর।)

চারনি তাঁহার পুষ্পের চিন্তায় দিন দিন অধিকতর নিমগ্ন হইলেন; পুষ্পও নিঃশব্দ তাঁহার শিক্ষক ও সহচরের কার্য্য করিতে লাগিল। পুষ্পটীর উন্নতি সর্ব্বতোভাবে দর্শন করেন তাঁহার ইচ্ছা, কিন্তু প্রতিক্ষণ ইহার প্রকৃতি মধ্যে যে সকল স্বাভাবিক, সূক্ষ্ম ও জটিল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে লাগিল, তৎপ্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। যাহা হউক এইরূপ দর্শন করিতে করিতে অন্যান্য দিন অপেক্ষা একদিন তাঁহার মন অধিকতর অবসন্ন ও দুর্ব্বলতাতে অভিভূত হইয়া পড়িল দেখিয়া তিনি আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন এমন সময়ে লুডোবিক তাঁহার নিকট একটী উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র আনয়ন করিলেন। গবাক্ষের নিকটে যে অপরিচিত ব্যক্তি মক্ষিকা ধৃত করিতেন এই যন্ত্রটী তাঁহারই। তিনি ইহার সাহায্যে ক্ষুদ্র পতঙ্গদিগের শরীর পরীক্ষা করিতেন এবং একটী মক্ষিকার চক্ষু মধ্যে ৮০০০ আট হাজার খণ্ড স্বচ্ছ কাচ আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। চারনি যন্ত্রটী পাইয়া আনন্দে অধৈর্য্য হইলেন, তাঁহার বৃক্ষের ক্ষুদ্র পরমাণু সকল এক্ষণে শত গুণ বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হইল। সহজ উপায়ে অদ্ভুত ব্যাপার সকল আবিষ্কার করিবার আশায় তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি পুষ্পের বহিরাবরণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে দেখিলেন পুষ্পের দল সকল অতি উজ্জ্বল ও সুন্দর ধূমল বিন্দু রঞ্জিত এবং ইহার কেশরগুচ্ছ মখমলের ন্যায় চিক্কণ। এই সকল দ্বারা কেবল নয়নরঞ্জন

শোভা উৎপন্ন হয় না, কিন্তু পুষ্পের অভাব অনুসারে সূর্য্য কিরণ সকল সঞ্চিত বা বিকীর্ণ হইয়া থাকে। তিনি আরও বুঝিতে পারিলেন যে উজ্জ্বল ও সুচিক্কণ পুষ্পরেণু সকল রস প্রণালীর মুখ স্বরূপ, ইহারা বীজ সকলের পুষ্টি সাধনার্থ বায়ু, উত্তাপ ও শৈত্য* গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিতে পারে। যদি আলোক না থাকিত, বর্ণ উৎপন্ন হইতে পারিত না এবং বায়ু ও উত্তাপের অভাবে জীবন রক্ষা হওয়া অসম্ভব। বস্তুতঃ উদ্ভিদ্‌ রাজ্য বায়ু, শৈত্য, উত্তাপ ও আলোকে নির্ম্মিত এবং মৃত হইলে তাহাদের পরমাণু পুঞ্জ এই সকল মূল পদার্থের সহিত পুনরায় মিশ্রিত হইয়া যায়।

চারনি এইরূপে তাঁহার বৃক্ষটীর প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় আনন্দ অনুভব পূর্ব্বক কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতে দুই ব্যক্তি তাঁহার কার্য্যগতিক দর্শন করিতেছিলেন। এই দুই ব্যক্তি সেই মক্ষিকাধারী গির্‌হারদী এবং তাঁহার একটী দুহিতা। চার্‌নির প্রতি ইহাঁদের অত্যন্ত দয়া ও কৌতূহল সঞ্চারিত হইয়াছিল।

স্বভাব কবিকল্পনা অতিক্রম করে, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে যেরূপ সুন্দরী রমণী অবতীর্ণ হয়, এই কন্যাটী সেইরূপ। তিনি শৈশবাবস্থায় মাতৃহীন হইয়া পিতাকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সমুদায় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য, সাধুতা ও গুণগ্রাম দর্শনে অনেক বর বিবাহার্থী হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মন কাহার প্রতি মুগ্ধ হয় নাই। তাঁহার মনে অন্য চিন্তা ছিল না, পিতার বন্ধনদশা ভাবিয়া সর্ব্বদা শোক উথলিত হইত। তিনি জানিতেন সুখী ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় দুঃখিনীর স্থান হইতে পারে না, এই জন্য দুঃখীর অশ্রুজল মোচন ও সান্ত্বনা দান তিনি আনন্দ ও গৌরবের বিষয় বিবেচনা করিতেন। এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মনের ভাব এইরূপ ছিল। কিন্তু যে অবধি চার্‌নিকে দেখিলেন, সেই অবধি তাঁহার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও দয়ার উদ্রেক হইল। পিতার ন্যায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ দেখিয়া তাঁহার প্রতি সমবেদনা উপস্থিত হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু বৃদ্ধ পিতার প্রতি তিনি যেরূপ একান্ত অনুরক্ত, তাহাতে অন্যের প্রতি প্রণয় সহজে সঞ্চারিত হইবার নহে। চার্‌নির তেজস্বী ও গাম্ভীর্য্য পূর্ণ মূর্ত্তি ছিল বটে, কিন্তু সম্পদ্‌কালে তাহার আকর্ষণ কখনই এতাধিক হইত না। বালিকা মানবজীবনের সহিত পরিচিত না থাকাতে দুর্ভাগ্যকে একটী গুণ বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন এবং তাহারই আকর্ষণে তাঁহার হৃদয় বিমোহিত হইল।

* শৈত্য—জলীয় পরমাণু সকল।

# স্ত্রীধন।

## ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্ত্রীধনে অধিকারিগণের ক্রম নির্ণয়।

আপাততঃ সংক্ষেপে স্থূল বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইল, পরে সবিস্তার বর্ণন করা যাইবে।

বিবাহিতার ধনে—

১। সহোদর ভ্রাতা। ২। মাতা। ৩। পিতা।

ইহাদের অভাবে পিতৃ মাতৃ কুটুম্বেরা অপ্রজার (১) ধনে যেরূপ নিয়মে অধিকারী, সেরূপ হইবে। বাগ্দত্তার (২) বরদত্ত ধনে প্রথমে বর অধিকারী। তদভাবে উপরি উক্ত নিয়মে অধিকারী নির্ণয় হইবে।

যৌতুক ধনে।

১। কুমারী দুহিতা।
২। বাগ্দত্তা ঐ
৩। পুত্রবতী ও সম্ভাবিত পুত্রা ঐ
৪। বন্ধ্যা দুহিতা, পুত্র হীনা বিধবা ঐ
৫। পুত্র
৬। দৌহিত্র
৭। পৌত্র
৮। প্রপৌত্র
৯। সপত্নীর পুত্র
১০। সপত্নীর পৌত্র
১১। সপত্নীর প্রপৌত্র

বিবাহিতা সপ্রজার (৩) ধনে।—

অযৌতুক ধনে।

১। পুত্র, অবিবাহিতা দুহিতা
২। পুত্রবতী দুহিতা, সম্ভাবিত পুত্রা ঐ
৩। পৌত্র
৪। দৌহিত্র
৫। প্রপৌত্র
৬। সপত্নীর পুত্র
৭। সপত্নীর পৌত্র
৮। সপত্নীর প্রপৌত্র
৯। { বন্ধ্যা দুহিতা, পুত্রহীনা বিধবা দুহিতা }

পিতৃ দত্ত ধন মাত্রে।

১। অবিবাহিতা দুহিতা
২। পুত্র
৩। { পুত্রবতী দুহিতা, সম্ভাবিত পুত্রা দুহিতা }
৪। দৌহিত্র
৫। পৌত্র
৬। প্রপৌত্র
৭। সপত্নীর পুত্র
৮। সপত্নীর পৌত্র
৯। সপত্নীর প্রপৌত্র
১০। { বন্ধ্যা দুহিতা, পুত্রহীনা বিধবা দুহিতা }

(১) যে স্ত্রীলোক পুত্র কন্যাদি বিহীনা তাহাকে অপ্রজা বলে। (২) যে কন্যার বিবাহজন্য কাহার সহিত বচনবন্ধ হওয়া যায় তাহাকে বাগ্দত্তা বলে।
(৩) সপ্রজা অর্থাৎ পুত্র কন্যাদি বিশিষ্ট স্ত্রীলোক।

## রাশি চক্র।

আমাদিগের পাঠিকাগণ অনেকবার পড়িয়াছেন, পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে আহ্নিক ও বার্ষিক দুই প্রকার গতিতে ভ্রমণ করিতেছে ইহা-[illegible] দিবারাত্রি, ঋতু পরিবর্ত্ত এবং বৎসর হইয়া থাকে। পৃথিবী বার্ষিক গতিতে ১২ মাসে অথবা ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টায় একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে, এই কারণে বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস আমরা এক বৎসর গণনা করিয়া থাকি। পৃথিবীর এই ভ্রমণ আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না, গণিত বিদ্যা দ্বারা নিরূপণ করিয়া থাকি। সাধারণের চক্ষে বোধ হয়, দিবা রাত্রি সূর্য্য পৃথিবীকে বেষ্টন করিতেছে এবং সংবৎসরও সেই রূপ সূর্য্য পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসিতেছে। এই কারণেই আমরা বলি, সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন হয় অর্থাৎ বৈশাখ হইতে [illegible] এই ছয় মাস সূর্য্য পৃথিবীর উত্তরে ও আশ্বিন হইতে চৈত্র দক্ষিণে থাকে। সূর্য্যের এই যে গতি দেখা যায় ইহা বাস্তবিক নহে, আনুমানিক বা কল্পিত মাত্র। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরাও সাধারণকে সহজে বুঝাইবার জন্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সূর্য্যের এই রূপ একটী পথ কল্পনা করেন। সূর্য্য যেমন সংবৎসর এই পথে চলিতে থাকে, ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্র মণ্ডল বা রাশিতে অবস্থিতি করিতেছে বোধ হয়। সূর্য্যের পথ যেমন গোলাকার, এই রাশি গুলিও চক্রাকার হইয়া সেই পথে সাজান রহিয়াছে বোধ হয়। রাশিচক্রে ১২ টী রাশি আছে যথা, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। বার মাসে সূর্য্য এক এক করিয়া এই বার রাশি ভোগ করিয়া থাকে অর্থাৎ সূর্য্য বৈশাখে মেষ, জ্যৈষ্ঠে বৃষ এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাসে ভিন্ন ভিন্ন রাশিস্থ হয়। পঞ্জিকাতে রাশি চক্র অঙ্কিত থাকে এবং তাহাতে মেষ, বৃষ ইত্যাদি জন্তুর আকৃতি দেখা যায়। নক্ষত্র সকল জন্তুর মত কেন আঁকা থাকে ইহা অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। ইহার কারণ এই, রাশিচক্রে এক একটী নক্ষত্র পুঞ্জ এমনি একত্র হইয়া আছে, যে একটু ভাবিয়া দেখিলে [illegible]টী জন্তুর মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান হয়। রাত্রিকালে পরিষ্ক[illegible] প্রতি কেহ যদি দৃষ্টিপাত করেন একটু ভাবিলে দেখিতে পান, কোথায় নক্ষত্র সকল ভেড়া, কোথায় ষাঁড় কোথায় বিছা এই রূপ নানা আকার হইয়া আছে। এই গুলিকেই এক একটী রাশি [illegible] থাকে। পৃথিবীর ও পৃথিবীস্থ জীবদিগের উপরে রাশি সকলের [illegible] প্রকার প্রভাব আছে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

---

## এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব।

( ৩৩৩ পৃষ্ঠার পর )।

## বিবাহিতা অপ্রজা (১) স্ত্রীর ধনে অধিকারিগণের ক্রম—

| শুল্ক এবং অধ্যাধেয় রূপধনে, তথা অবিবাহিতাবস্থায় মাতা ও পিতার দত্ত ধনে— | বন্ধুদত্ত তথা শুল্কাধ্যাধেয়াদি ভিন্ন অন্যরূপ স্ত্রীধনে— ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ প্রাজাপত্য বা গান্ধর্ব্ব বিবাহে বিবাহিতার ধনে— | আসুর, রাক্ষস, অথবা পৈশাচ বিবাহে বিবাহিতার ধনে— |
|---|---|---|
| ১। সহোদর ভ্রাতা | ১। ভর্ত্তা | ১। মাতা |
| ২। মাতা | ২। ভ্রাতা | ২। পিতা |
| ৩। পিতা | ৩। মাতা | ৩। ভ্রাতা |
| ৪। ভর্ত্তা | ৪। পিতা | ৪। ভর্ত্তা |

উক্ত পর্য্যাপ্তাভাবে ব্রাহ্মাদি অষ্টবিধ বিবাহের যে কোন বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর যে কোন রূপ স্ত্রীধনে—

| | | |
|---|---|---|
| ৫। দেবর | ৮। ভর্ত্তার ভাগিনেয় | ১২। সকুল্য |
| ৬। { দেবরের পুত্র, ভ্রাতৃশ্বশুরের পুত্র } | ৯। নিজ ভ্রাতৃ পুত্র | ১৩। সমানোদক |
| | ১০। নিজ জামাতা | ১৪। সমান গোত্র |
| ৭। নিজ ভগিনীর পুত্র | ১১। সপিণ্ড | ১৫। সমান প্রবর |

অনেক অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী হিন্দু পরিবার সকল দর্শন করিয়া বেড়ান, তাঁহাদিগের পরিশ্রমের] ফলও আশাকর ও আনন্দজনক। অন্তঃপুরের চতুঃসীমার মধ্যে কয়েক বৎসরে কি উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা এই টেবিলের উপরিস্থ কতকগুলি পুস্তক এবং চতুর্দ্দিক সজ্জীভূত সুন্দর সূচীকার্য্য দর্শন করিলে প্রতীত হইবে। যে সকল হিন্দুরমণী স্বহস্তে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই—এমন কি তাঁহাদের কেহ কেহ কোন বিবি শিক্ষকের কিছুমাত্র আনুকুল্য পান নাই। এই কারণে যে রমণীগণ এই পুস্তক সকল প্রণয়ন ও শিল্পকার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সবিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। বামাবোধিনী পত্রিকা নামে একখানি হিতকর মাসিক পত্রিকা আছে, ইহা কেবল হিন্দুরমণীদিগের বিশেষ উপকারার্থ কলিকাতা হইতে প্রচারিত হয় এবং কলিকাতা ও অতিদূরবর্ত্তী মফঃস্বলের অনেক স্ত্রীলোক ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। শত শত নারী ইহার নিয়মিত গ্রাহিকা ও পাঠিকা, ইহার পত্র সকল পাঠ করিলে হিন্দুরমণীগণের লেখনী বিনির্গত সুমধুর পদ্য, নীতি, ইতিহাস ও কখন কখন বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা সকলও দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। টেবিলের উপরে যে সকল পুস্তক দেখিতেছেন তন্মধ্যে কতকগুলি দ্বারা গ্রন্থকর্ত্রীদিগের যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়: ১—হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা, ২—হিন্দুমহিলাগণের বিদ্যাশিক্ষা, ৩—বিশ্বশোভা (কৈলাসবাসিনী দেবী প্রণীত) ৪—উর্ব্বসী নাটক (কোন ব্রাহ্মণ কন্যা বিরচিত) ৫—ভুবনমোহিনী দাসী প্রণীত পদ্যাকিশোর। ৬—কবিতামালা (কোন সম্ভ্রান্ত কুলবালা রচিত), ৭—মার্থা সৌদামিনী সিংহ প্রণীত নারীচরিত। ৮—মনোত্তমা (কোন হিন্দুনারী রচিত)। ৯—বিদ্যাদারিদ্র্যদলনী। ১০—নীলনলিনী নাটক। ১১—কৃষ্ণকুমারী দাসী প্রণীত চিত্তবিলাসিনী।

এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে যে স্ত্রীশিক্ষা কেবল অন্তঃপুরের বহির্ভাগে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বদ্ধ নাই, কিন্তু

অন্তঃপুরের অভ্যন্তরেও প্রভূত উন্নতি লাভ করিতেছে। এ সকলই উৎসাহকর নিদর্শন এবং আমাদিগের দেশের ভাবী কল্যাণের পথ-প্রদর্শক। সাধারণ শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ যে কথা বলিয়া এতদ্দেশীয় স্ত্রীশিক্ষা বিবরণের উপসংহার করিয়াছেন, আমি কোন মতেই তাহার সহিত একমত হইতে পারি না। তিনি বলেন "বিদ্যাশিক্ষার এ বিভাগের ফল আশাজনক না হইয়া অধিকন্তু নিরাশাজনক বলিতে হইবে।" অন্তঃপুরের প্রকৃত অবস্থা যাঁহারা অবগত, তাঁহারা এ কথাটী যে সত্য নহে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। হিন্দু মহিলাদিগের মন আপনাদিগের দুরবস্থার প্রতি সচেতন ও জাগ্রৎ হইয়াছে, অনেক হিন্দু পরিবারে উৎসাহসম্পন্না, সুশীলা, গুণবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণীগণ ধূর্ত্ত-যাজক-সম্প্রদায়-নির্ম্মিত এবং পুরুষ-পরম্পরা-সেবিত সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অধীনতা শৃঙ্খল সকল ভগ্ন করিয়া ফেলিতে যে চেষ্টা করিতেছেন ইহা নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ করা যায়। প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বালকেরা যে সভ্যতা ও জ্ঞান জ্যোতিঃ অবাধে লাভ করিতেছে, অনেক হিন্দু বালিকা তাহা গ্রহণে উৎসুক হইতেছেন। হিন্দু বিধবারা যে এত দুর্ভাগ্য তাঁহারাও অনুভব করেন তাঁহারা অন্যায় রূপে অসহ্য যন্ত্রণায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, যাহাতে সভ্যতা, জ্ঞান ও সামাজিক সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন, তজ্জন্য উপায় অবলম্বন করা তাঁহাদের পক্ষেও আবশ্যক। বয়স্কা রমণী, বালিকা, বিধবা সকলেরই মধ্যে একটী শুভকর উৎসাহের ভাব লক্ষিত হয় তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

যাহা হউক পক্ষান্তরে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন পক্ষে অনেক গুরুতর প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, এই সকল প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং যদি সাধ্য হয় অবিলম্বে ইহাদিগকে অন্তরিত করিতে হইবে। নারীজাতির সভ্যতা ও উন্নতি যে প্রকার হইলে প্রকৃত ও স্থায়ী হইতে পারে তাহা অদ্যাপি হয় নাই। হিন্দু মহিলাগণের মন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে মাত্র, কিন্তু একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত গিয়া স্থগিত হইতেছে। এ বিষয়ে আমাদিগের সমুদায় যত্ন চেষ্টা এই সীমা পর্য্যন্ত যায়, বর্ত্তমান অবস্থায় ইচ্ছা করিলেও ইহা অতিক্রম করিয়া

একপদ অগ্রসর হইতে পারি না। যত শীঘ্র পারা যায় এই গণ্ডীরেখা অতিক্রম করিতে হইবে, নতুবা স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি কখন সংসাধিত হইবে না। যতদিন আমরা পাপ ও মূর্খতা তরুর মূলদেশে কুঠারাঘাত করিতে না পারি এবং আমাদিগের নারীগণকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা এবং উন্নতির স্বাস্থ্যকর সমীরণ সেবন করাইতে না পারি ততদিন কোন নিত্য ও স্থায়ী কল্যাণের আশা করা বৃথা। অতএব আমি কতকগুলি কার্য্যকর প্রস্তাবের উল্লেখ করিতেছি, ঐ গুলি সম্পাদন করিতে পারিলে হিন্দু স্ত্রীগণের পক্ষে যে রূপ প্রকৃত সভ্যতা ও উন্নতি নিতান্ত আবশ্যক এবং উন্নতির পথে অবাধে অগ্রসর হইতে যে যে উপায়ের প্রয়োজন তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারিবে।

১ম শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপন। আমি আনন্দচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে রাজধানীতে এরূপ দুইটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে—একটী বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের ও অপরটী ভারত সংস্কার সভার অন্তর্গত। শেষোক্ত বিদ্যালয়ে এক্ষণে ১৩টী মহিলা আছেন এবং তাহাঁরা বাঙ্গালা ইংরাজী ও সূচীকর্ম্মে নিয়মিত রূপে শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। আমি বোধকরি তাঁহারা যদি এক বৎসর বা দেড় বৎসর মাত্র শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা শিক্ষয়িত্রী হইয়া প্রকাশ্য বালিকাবিদ্যালয়ের বা অন্তঃ-পুরস্থ বয়স্কা স্ত্রীগণের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন। ঢাকা ও রামপুরে এইরূপে আর দুইটী বিদ্যালয় আছে, শুনা যায় ইহাদের তত্ত্বাবধান উত্তমরূপে হইতেছে না, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহাদের অবস্থোন্নতি হইবে আশা করা যায়। এরূপ বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা যে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে কেহই ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না। অন্তঃপুর মহিলাগণকে শিক্ষাদিতে পারেন এবং গবর্ণমেন্ট বা স্থানীয় প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতা করিতে পারেন এরূপ সুশিক্ষিতা রমণীগণের অভাব আমরা অনুভব করিতেছি। পুরুষ শিক্ষকদিগের নীরস ও কঠোর শিক্ষা স্ত্রীজাতির প্রকৃতির উপযোগী নহে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের সকল অভাব পূর্ণ হইতে পারে না। স্ত্রীশিক্ষকগণই স্ত্রীলোকের মন বিকশিত, উন্নত ও বিশোধিত করিতে পারেন এবং তাহাদের জীবন পবিত্র করিতেও বিশেষ

সমর্থ। অতএব যে কোন ব্যক্তি এ বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করিয়াছেন এবং অভিজ্ঞ হইয়াছেন তিনি ইহার সুস্পষ্ট আবশ্যকতা নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মিস্ কার্পেন্টরের নামোল্লেখ না করিয়া এই প্রস্তাব সমাপন করিতে পারি না। তিনি যাবৎ এদেশে ছিলেন তাবৎকাল স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রবল উৎসাহ দান করেন এবং শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের ও গবর্ণমেন্টের নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেন। তাঁহারই অনুরোধে গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপন ও সংরক্ষণ করিবার জন্য রাজকোষ হইতে অর্থানুকূল্য স্বীকার করিয়াছেন।

২য়—একটী ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্ বা তত্ত্বাবধায়িকার অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি হিন্দু পরিবার সকল পরিদর্শন করিবেন এবং অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রীগণ কিরূপ কার্য্য করেন তাহার পরীক্ষা করিবেন। তিনি প্রকাশ্য গবর্ণমেন্ট বালিকাবিদ্যালয় সকলও পরিদর্শন করিবেন এবং তাহাদিগের কিরূপ কার্য্য চলিতেছে সময় সময় তাহার বিবরণ গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠাইবেন। এরূপ তত্ত্বাবধায়িকাদ্বারা যে প্রকার উপকার সাধিত হইবে, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা আর কোনরূপে হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে অন্তঃপুরে কিরূপ শিক্ষাকার্য্য চলিতেছে গবর্ণমেন্ট তাহার অনুসন্ধান করিতে পারেন না এবং কেহ তথায় গিয়া তাহার বিবরণ গবর্ণমেন্ট ও সাধারণের গোচর করিতেও পারেন না এই নিমিত্ত অন্তঃপুর শিক্ষার উন্নতি হইতেছে না। গবর্ণমেন্ট এবং সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সকল পরিদর্শনার্থ যেমন সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য ইন্‌স্পেক্টর সকল আছেন, বালিকাবিদ্যালয় এবং অন্তঃপুর শিক্ষাকার্য্য সুফলপ্রসূ করিবার জন্য তেমনি সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্ নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

৩য়—বয়স্কা ছাত্রীর শ্রেণী স্থাপন করা আবশ্যক। যাবৎকাল বাল্য-বিবাহরূপ অনিষ্টকর দেশাচার এদেশে প্রচলিত থাকিবে, তাবৎকাল হিন্দু বালিকাগণকে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ না করিয়া প্রকাশ্য বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহারা সাত বৎসরের সময় বিদ্যারম্ভ করে এবং নয় কিম্বা দশ বৎসর বয়সে পাঠ সমাপ্ত করিয়া থাকে; পরে যখন তাহারা

স্ব স্ব অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয়, তখন চতুর্দ্দিকে মুর্খতা, নির্বুদ্ধিতা এবং কুসংস্কারের গাঢ় অন্ধকারে বেষ্টিত হয়, ইহাতে তাহাদের উৎসাহানল নির্ব্বাণ হয়, মানসিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হয় এবং বিদ্যানুশীলন স্থগিত হইয়া যায়। এইরূপে এদেশীয় বালিকারা যে প্রকার অল্প বয়সে পাঠ ছাড়িয়া দেয় সে বয়সে সভ্য দেশের বালিকাগণকে পাঠ আরম্ভ করিতে দেখা যায়। বড় বড় নগরের মধ্যস্থলে ও সুবিধাজনক স্থানে বয়স্কা স্ত্রীগণের জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপন করা এই দুর্ঘটনা নিবারণের একমাত্র উপায়। অবস্থা সকল যেরূপ আছে তাহা রক্ষা করিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। হিন্দু রমণীগণ যদি সুশিক্ষার ফল লাভ করিতে চায়, তাহাদিগকে আরও পাঁচ ছয় বৎসর প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে থাকিতেই হইবে একথা বলিলে চলিবে না। এ প্রকার বিষয়ে আমরা স্বীয় মতানুযায়ী অখণ্ড ব্যবস্থা করিতে পারি না। হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বালিকাগণকে পিতা মাতা ও রক্ষকগণের আদেশ ও মতানুসারে চলিতে হয়, দেশের আচারানুযায়ী অনুপযুক্ত বয়সে বিবাহিত হইতে হয় এবং অবিলম্বে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সময়ে এবং ভবিষ্যতে আরও কিয়ৎকাল যদি এই নিয়ম অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতিবিধানার্থ কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। বালিকাদিগের যদি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হয় এবং পুনরায় বাহিরে আসিবার মন না থাকে, আমরা যাহাতে তাহাদিগের নিকট শিক্ষক প্রেরণ করিতে পারি এবং তাহাদিগের পাঠোন্নতির উপায় করিতে পারি, এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিকটবর্ত্তী পাঁচ ছয় বাটীর বালিকারা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে প্রতি দিন সমবেত হউন এবং তাঁহাদিগকে নিয়মিত শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হউক। এইরূপে কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে ২০।৩০টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বয়স্কা বালিকার শ্রেণী হইবে, এবং তাঁহারা বিদ্যালয় হইতে অবসৃত হইয়া যত দিন ইচ্ছা তাহাতে নিরাপদে অধ্যয়ন করিতে পারিবেন।

৪র্থ—অন্তঃপুরে ব্যবসায়ী শিক্ষক চাই। বর্ত্তমান অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রীগণ যেরূপ প্রশংসা পাইবার যোগ্য আমি ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে

তাহা প্রদান করিয়াছি। তাঁহারা সাধুভাবে যাহা করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে হৃদয়ের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা ছাত্রীগণকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিবার উদ্দেশেই শিক্ষাদান করিয়া থাকেন এবিষয়টীতে আমরা অন্ধ থাকিতে পারি না। তাঁহারা আপনাদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞান অনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য, তাঁহাদিগের স্বাধীন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে এবং তাঁহাদের পথে প্রতিবন্ধকতা নিক্ষেপ করিলে আমাদিগের অকৃতজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করা হইবে। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে আপনাদিগের মতানুসারে চলিতে থাকুন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাব প্রদর্শন করিতে বাধ্য, অতএব যাহাতে বালকদিগের শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ, বালিকাদিগের বিষয়েও সেইরূপ নিয়ম অবলম্বন করেন তজ্জন্য অনুযোগ করিব। বর্ত্তমান কালের যে প্রকার স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী, তাহাতে অন্তঃপুরস্থ রমণীগণ গবর্ণমেন্টের অধীনে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশিক্ষা ব্যতীত জ্ঞান শিক্ষা লাভে একবারে অসমর্থ ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলিয়া মানিতে হইবে। গবর্ণমেন্টের স্কুল ও কলেজে বহুদিনাবধি যেরূপ প্রণালী চলিয়া আসিতেছে তদনুসারে গবর্ণমেন্ট সুযোগ্য ও উপযুক্ত ইউরোপীয় রমণীগণকে শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত করুন, ইহারা হিন্দু পরিবার সকল পরিদর্শন করিয়া বেড়াইবেন এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিবেন। গবর্ণমেন্ট বালকদিগকে যেরূপ ধর্ম্মনিরপেক্ষ উদার শিক্ষা দান করিতেছেন, বালিকাদিগকে তাহা দেন না ইহা কি অন্যায় নহে? গবর্ণমেন্ট ঈশ্বর-বিহীন বিদ্যা চতুর্দ্দিকে বিস্তার করুন এ প্রকার বলা আমার অভিপ্রেত নহে, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে নীতি ও ভাষাজ্ঞান যদি সরল ও ধর্ম্মভাবে প্রদত্ত হয় তাহাতে কেবল বালক-বালিকাদিগের মন পবিত্র হইবে এরূপ নহে, কিন্তু ভারতবর্ষের পরিবার সকল বিশুদ্ধ হইবে এবং আবশ্যক নীতি ও ধর্ম্মালঙ্কারে বিভূষিত হইতে থাকিবে। আমার বিশ্বাস, গবর্ণমেন্ট শিক্ষা প্রভাবে এদেশীয়দিগের মন এতদূর উত্তেজিত হইয়াছে যে তাহাতে তাঁহারা পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার হইতে বিরত হইয়া উদার উন্নতির দিকে ধাবমান হইয়াছেন; স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা কি আমরা সেইরূপ শুভফলের প্রত্যাশা করিতে পারি না? আমার বিবেচনায়

ভারতবর্ষীয় শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের এবিষয়ে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ বোধ হয় এবিষয়টী গবর্ণমেন্টের নিকট প্রকৃত রূপে বর্ণনা করা হয় নাই নতুবা প্রস্তাবিত অসংলগ্ন আচরণের কারণান্তর উপলব্ধি করা যায় না। এ বিষয়টী যখন সাধারণের গোচর করা হইল তখন অবিলম্বে এই মহৎ অনিষ্টের প্রতীকার ও মহৎ অভাবের পরিপূরণ হইবে আমি সম্পূর্ণ আশা করিতেছি। একদল ইংলণ্ডীয় ও এদেশীয় শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত হউন এবং তাঁহারা ভারতের অঙ্গনাগণকে সম্পূর্ণ উদার অসাম্প্রদায়িক জ্ঞান শিক্ষা দিউন এই আমার প্রস্তাব।

৫ম—উপকার জনক স্থান দর্শনের উপায় বিধান। ইংলণ্ডে শ্রমজীবী লোকদিগের উপকারার্থ যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের উপকারার্থ তাহা অবলম্বন করা বিধেয়। ইংলণ্ডে যাহারা শ্রমজীবী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তাহারা বিজ্ঞ ও বহুদর্শী পদার্থ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতদিগের তত্ত্বাবধানে থাকে। ঐ সকল পণ্ডিতের উপদেশে ইহারা প্রকাশ্য মিউসিয়ম অর্থাৎ চিত্রশালিকা, পুস্তকালয় এবং অন্যান্য হিতকর স্থান দর্শন করে এবং তাঁহাদের সাহায্যে অনেক বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ক মহৎ সত্য শিক্ষা করিয়া থাকে। আমাদিগের দেশে এইরূপ উপায় পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যথেষ্ট ইষ্টলাভের সম্ভাবনা। সুযোগ্য বহুদর্শী ইউরোপীয় মহিলাগণ সময় সময় ২০।২৫টী এদেশীয় মহিলা সঙ্গে লইয়া আসিয়াটিক মিউসিয়ম, কোম্পানীর বাগান ইত্যাদি স্থানে যাইতে পারেন এবং তাঁহাদের হৃদয় মনের উন্নতি সাধনার্থ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিচিত্র ও আনন্দজনক পদার্থ সকল বুঝাইয়া দিতে পারেন। দৃষ্টান্ত দ্বারা এইরূপ শিক্ষা দিলে যে প্রকার অসীম উপকার হইবে, পুস্তকপঠিত কোন জ্ঞান তাহার সমতুল্য হইতে পারে না। এক্ষণে বামাগণ অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিয়া বাহিরে কি হইতেছে বুঝিতে পারে না, কিন্তু যেরূপ স্থানের কথা উল্লেখ করিলাম তাহাতে গমনাগমন করিলে তাহারা পুরুষ পরম্পরাগত শিল্প ও বিজ্ঞানের ভাণ্ডার সকল স্বচক্ষে দর্শন করিবে; প্রকৃতির প্রশস্ত ক্ষেত্রে পুষ্প ও তরু, গিরি ও নদী এবং সৃষ্টির যাবতীয় মহৎ ও সুন্দর পদার্থ অবলোকন করিবে, ইহাতে তাহাদিগের

মন প্রশস্ত হইবে, কুসংস্কার বিনষ্ট হইবে এবং জ্ঞান আনন্দের আকর হইতে থাকিবে।

৬ষ্ঠ—শু আমার শেষ প্রস্তাব এই, সমাজ বিজ্ঞান সভার অধীনে এতদ্দেশীয় বালিকাগণের সময় সময় পরীক্ষা লইয়া গুণবতী ও বুদ্ধিমতী ছাত্রীগণকে পারিতোষিক বিতরণ হয়। হিন্দুমহিলাগণ যদি বুঝিতে পারেন যে আমরা তাহাদিগের যথার্থ কল্যাণ চিন্তা করিতেছি এবং তাহাদিগের গুণের পুরস্কার স্বরূপ পুস্তক, ও বিজ্ঞানসাধক যন্ত্রাদি দিতেছি তাহাহইলে তাহাদিগের উৎসাহ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে। কলিকাতার অনেক বালিকা ও বয়স্কা রমণী আছেন, তাঁহারা বামাবোধিনী সভার পরক্ষাধীন হইয়া শিক্ষা নৈপুণ্যের জন্য যথেষ্ট পুরস্কার পান। আমার প্রস্তাব গবর্ণমেন্ট ও সমাজবিজ্ঞান সভার ন্যায় সম্ভ্রান্ত দলস্থ লোকেরা এবিষয়ে সাহায্য দান করিবেন এবং গুণের উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া বামাগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

আমি আপনাদিগের নিকট ছয়টী সহজ ও কার্য্যোপযোগী প্রস্তাব করিলাম, আমি বোধ করি এগুলি অনায়াসে কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে। আমার হৃদয়ের অকপট বিশ্বাস এই, এগুলি অসাধ্য বা কল্পনাসিদ্ধ নহে। এগুলি সম্পন্ন করিবার জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহেরও প্রয়োজন হইতেছে না। স্ত্রীজাতির উন্নতির আবশ্যকতা যদি আমরা যথার্থ পক্ষে স্বীকার করি, আমরা কয়েক জন একত্র কিয়ৎক্ষণ বসিয়া এই প্রস্তাব সকল সুসম্পন্ন করিবার উপযুক্ত ও আশুকার্য্যকর উপায় সকলও অবলম্বন করিতে পারি। যদি আমরা এবিষয়ে কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে না পারি, যাঁহারা অর্থে বা অন্য উপায়ে সাহায্য করিতে পারেন চলুন তাঁহাদিগের নিকটে যাই। যদি আবশ্যক হয় আসুন গবর্ণমেন্টের নিকট যথাবিহিত ও বিনয়পূর্ণ আবেদন অর্পণ করি। সাধারণ দেশবাসিগণের দাতব্য ও সাহায্য, সামাজিক বিজ্ঞান সভার উৎসাহ ও আনুকূল্য এবং উপস্থিত মহাত্মাগণের দৃঢ়তর যত্ন দ্বারা অনেক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে এবং যথাসময়ে হইবে এই আমার বিশ্বাস। এক্ষণে আমার দেশীয় বন্ধুগণকে কয়েকটী কথা বলি। এতা-

দৃশ পুরাতন বিষয় লইয়া অধিক বলিবার নাই। আপনারা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে শত শত আলোচনা ও বক্তৃতা শুনিয়াছেন। ইহার আবশ্যকতা এবং যৎপরোনাস্তি উপকারিতার বিষয় আপনারা স্বীকার করিয়া থাকেন এবিষয়ে আপনাদিগের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এবিষয়ের যথার্থ কর্ত্তব্য বোধ উদ্রেক করিবার জন্য যুক্তি প্রদর্শন ও ভাবোত্তেজক অনেক বাক্য ব্যয় আবশ্যক এরূপ যদি অনুমান ও করি, তাহাতে আপনাদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ এবং আপনাদিগের বুদ্ধি শক্তির অবমাননা করা হয়। আপনাদিগের নিকটস্থ ও প্রিয়তম অন্তরঙ্গগণকে প্রকৃত শিক্ষাদান আবশ্যক, ইহা আপনারা প্রত্যহ অনুভব করিয়া থাকেন। আপনারা স্বীয় স্বীয় রমণীগণকে মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কখনই নিরাপদ হইতে পারেন না। এ প্রকার অশুভ চেষ্টা করিলে আপনাদিগকে ভয়ানক প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। এবিষয়ে আমাদিগের পত্নী, ভগিনী এবং কন্যাগণের কল্যাণেই আমাদিগের কল্যাণ। আমরা যদি তাঁহাদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ করি এবং তাঁহাদিগের স্বত্ব ও অধিকার বঞ্চনা করি, তাহাতে নিশ্চয় আমাদিগকে মহত্তম লাভ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। আমাদিগের নারীগণকে শিক্ষাদান করা কেবল দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শনার্থ নহে। যদি আমরা কেবল স্বার্থপরতারূপ নীচলক্ষ্য ধরিয়া বিবেচনা করি, তাহা হইলেও আমাদিগের স্ত্রীকন্যাগণের শিক্ষাদান ও সভ্যতা বিধান করা কেবল কর্ত্তব্য কার্য্য নহে, কিন্তু আমাদিগের লাভেরও হেতুভূত। ইংলণ্ডীয় নারী-সমাজ সম্বন্ধে জন ষ্টুয়ার্ট মিল যে কথা বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী। তিনি বলেন "এখন এমন সময় উপস্থিত, যে স্ত্রীলোকেরা যদি মানসিক উন্নতিতে পুরুষদিগের সমতুল্য হইতে না পারে পুরুষেরা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীলোকের সমান হইবে।" অথবা, প্রসিদ্ধ কবিরত্নের কথায় বলিতে হইলে ঃ—

"নারী হিতে পুরুষের হিত সুনিশ্চয়
উন্নত বা অধোগত একত্রে উভয়,

বামন বা দেবতুল্য, দাস বা স্বাধীন,
অখণ্ড নিয়ম এই আছে চিরদিন।"

আপনারা কি প্রতি দিনের জীবনে দেখিতে পান না যে আপনাদিগের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আপনাদিগের পত্নী ও মাতাগণ মহা প্রতিবন্ধক, কখন কখন দুর্নিবার বাধা স্বরূপ হইয়া থাকেন? এই মুহূর্ত্তেই আপনাদের মধ্যে কতশত ব্যক্তি ইংলণ্ডে যাইতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাহাতে জাতিনাশের ভয় আছে এবং আপনাদিগের পুরস্ত্রীগণ জাতি প্রথার অনুসরণ করিতে অনুরোধ করেন, তাহাতেই আপনাদিগের মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারেন না। আপনাদিগের মধ্যে অনেকে এই মুহূর্ত্তে পৌত্তলিকা ও কুসংস্কারেরর বন্ধন সকল ছেদন করিতে ইচ্ছুক। আপনাদিগের স্ত্রীগণ প্রতিবন্ধক হন বলিয়া আপনারা এক পদ অগ্রসর হইতে সাহসী হন না। স্ত্রীগণকে শিক্ষা দিউন, তাঁহারা আপনাদিগের সহকারিণী হইবেন। যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহাত তাঁহারা শিক্ষা করিবেনই, স্বীয় হৃদয়ে সত্য সকলত গ্রহণ করিবেনই, আবার আপনাদিগের কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিবেন এবং মহত্তর সাহসিক কার্য্য সকলে সহকারিণী হইবেন। অধুনা পিতারা শিক্ষিত, মাতারা অশিক্ষিত; স্বামীরা দিগ্‌গজ পণ্ডিত, কিন্তু পত্নীগণ এককালেই অনক্ষর। ন্যায়পর, পবিত্রহৃদয়, উৎসাহ পূর্ণ পিতা সকল দেখিতে পাই, কিন্তু তাঁহাদিগের কন্যাগণ কুসংস্কারাপন্ন মাতাদিগের নিকট মিথ্যা ও অপবিত্রতা শিক্ষা করিতেছে। এ প্রকার অসংলগ্নতা অন্তরিত করুন এবং মাতা, ভগিনী, পত্নী ও কন্যাগণকে শিক্ষিত করিয়া আপনাদিগের সমশ্রেণীতে স্থাপিত করুন। আপনারা যেমন অগ্রসর হইয়া সভ্যতার উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে ধাবমান হইতেছেন, আত্মীয় নারীগণকে সঙ্গে লউন, তাহা হইলেই দেশের সম্পূর্ণ উন্নতি সংসাধিত হইবে। অধুনা ভারতবর্ষের অধিবাসীগণের অর্দ্ধাংশ মাত্র শিক্ষা ও সভ্যতা লাভ করিতেছে। পুরুষদিগের মধ্যে যে উন্নতি হইতেছে, নারী সমাজের অশিক্ষা নিবন্ধন তাহা অনেক পরিমাণে নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে। স্ত্রীগণকে শিক্ষাদান করিয়া

আমরা আপনাদিগের বল দ্বিগুণিত করিব এবং পরস্পরের সহযোগিতা দ্বারা দেশের উন্নতি ও সংস্কার সাধন করিতে পারিব। স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করিবার জন্য আপনাদিগকে অবিচারিত ও অসাময়িক উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি না। আপনাদিগের নারীগণের স্কন্ধে কাল্পনিক সভ্যতা বল পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিবেন না। বিজাতীয় প্রথারূপ শিথিল ভিত্তির উপরে বাহ্য সভ্যতার প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে যাইবেন না। ভারতবর্ষের ভূমিতে সভ্যতার মূল যাহাতে দৃঢ়-বদ্ধ হয় তাহার চেষ্টা করুন। উন্নতি ধর্ম্ম সংস্কার বিষয়ে যেরূপ, সমাজ সংস্কার বিষয়েও সেইরূপ, যাহাতে শনৈঃ শনৈঃ অথচ দৃঢ়রূপে সম্পান্ন হয় এবং বাস্তবিক জাতীয় প্রকৃতি সঙ্গত ও চিরস্থায়ী হইতে পারে এরূপ উপায় চিন্তা করুন। ভিন্ন জাতীয়দিগের অনুকরণ অপেক্ষা মহত্তর অভিপ্রায়ে যে কার্য্য সাধিত না হয়, তাহা শীঘ্র কিম্বা বিলম্বে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যদি স্বজাতীয়দিগের অন্তর্নিহিত শক্তি সকল উত্তেজিত করিতে পারেন, তাহা হইলে স্বজাতির প্রকৃত ও স্থায়ী উন্নতি সংসাধন করিতে পারিবেন।

সৌভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডে ইংরেজজাতির পারিবারিক পবিত্রতা ও সামাজিক সুখ স্বচ্ছন্দতার মূল কারণ আমি আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং আমি অনুসন্ধান ও বহুদর্শন দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি যে ইংলণ্ডের নারীগণের শ্রেষ্ঠতাই ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সৌভাগ্যের মূল। আমি ইংলণ্ডের অনেক নগর ও উপনগরে গুণবতী ও ধর্ম্মনিষ্ঠা নারীগণের সংসর্গে ছিলাম, এবং সেই দূরবর্ত্তী দেশে স্ত্রীজাতির যে সকল মহৎ গুণ স্বচক্ষে দর্শন করিলাম, তাহা স্বদেশে আনয়ন করিবার জন্য স্বভাবতঃ আমার প্রয়াসও হইল। কিন্তু এ প্রয়াস কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? ইংরেজদিগের বাহ্য জীবন অনুকরণ করিলে হইবে না; বাহ্য আচার ব্যবহারের আড়ম্বর শিক্ষা করিলেও হইবে না, যৌবন-সুলভ উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া ক্ষণেকের জন্য জাতীয় সমাজকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেও হইবে না। প্রকৃত ইংরাজী সভ্যতার গভীর ভাব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য এবং ইংলণ্ডের মহত্ত্ব বাহ্য সামাজিক নিয়ম রক্ষার উপর অথবা প্রত্যেক

ব্যক্তির অবলম্বনীয় নীতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পালনের উপর নির্ভর করে স্ব স্ব মনোমধ্যে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আপনারা এদেশে পারিবারিক সুশিক্ষানিয়ম প্রবর্ত্তিত করুন, স্ত্রীজাতির মন উন্নত করুন, তাহাদিগকে নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উৎসাহে উত্তেজিত করুন এবং ধর্ম্ম নিয়মের সুশাসনের অধীন করুন। পাপ ও অসত্যের শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হওয়া যে যথার্থ মুক্তিলাভ এবং ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞানানুসারে অকুতোভয়ে কার্য্য করা এবং আপনার প্রতি, অন্যের প্রতিও ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সকল সাধন করাতেই যে যথার্থ স্বাধীনতা ইহা তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিউন। বর্ত্তমান সময়ে আপনাদিগের নারীগণের এই সকল প্রধান অভাব, যদি আপনারা তাহাদিগকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শাসন শিক্ষা দেন, সত্য, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগের যে সামাজিক তুল্যতা ও পবিত্রতা ভিন্ন ভারতসংস্কার কেবল বাহ্যসভ্যতা মাত্র তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবেন। যদি ভারতবর্ষের যথার্থ সভ্যতা সাধন করিতে চান, এদেশীয় নারীগণের মনে পবিত্রতা এবং কর্ত্তব্যের যথার্থ ভাব যাহাতে অঙ্কুরিত হয় তাহার উপায় বিধান করুন।

---

## ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের আগমন ও অধিকার বিস্তার।

করমণ্ডল অর্থাৎ ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উপকূলে মস্‌লিপত্তনে ইংরেজদিগের প্রথম কুটী হয়। পরে চন্দ্রগিরির রাজার আহ্বানে ১৬৩৯ অব্দে মান্দ্রাজ সংস্থাপিত হয় এবং ইংলণ্ডীয় প্রসিদ্ধ জর্জের নামানুসারে ইহার নাম ফোর্ট সেণ্ট জর্জ হয়। ইহার পর ইংলণ্ডে রাজা ও প্রজাদিগের মধ্যে ঘোর গৃহ-যুদ্ধ ঘটাতে ১৫ বৎসরকাল ভারতবর্ষে ইংরেজদের কোন উন্নতি হয় নাই। ক্রমওয়েল যখন ইংলণ্ডের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে একটী স্বতন্ত্র কোম্পানি হইল, কিন্তু অল্পদিন পরে তাহারা পুরাতন কোম্পানির সহিত মিশ্রিত হইয়া গেল। দ্বিতীয়

চার্লস সিংহাসন লাভ করিয়া ১৬৬১ অব্দের ৩রা এপ্রেল এই মিশ্রিত বণিক্ দলকে এক খানি ক্ষমতা পত্র দিলেন এবং তাহাতে বাণিজ্য ক্ষমতা ব্যতীত আরও কতকগুলি স্বত্ব দান করিলেন অর্থাৎ কোম্পানি খৃষ্টান ব্যতীত এদেশীয় সকল জাতির সহিত সন্ধিবিগ্রহ করিতে পারিবেন, যে সকল ইংরেজ রাজ-অনুমতি ব্যতিরেকে এদেশে আসিবে তাহাদিগকে ধৃত করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইবেন এবং মোকর্দ্দমাদির বিচার করিবেন। যে কোম্পানি আদৌ বাণিজ্যের জন্য হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা রাজ-ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় চার্লস্ পর্টুগালের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং যৌতুক স্বরূপ বোম্বাই দ্বীপ ও তাহার অধীনস্থ স্থান সকল প্রাপ্ত হন। কিন্তু ছয় বৎসর অধিকার করিয়া দৃষ্ট হইল, ইহাদের শাসনে ইংলণ্ডের ব্যয় যত হয়, আয় তত নাই। সুতরাং বোম্বাই কোম্পানির হস্তে সমর্পণ করা হইল। ইহাদিগের যত্নে ইহার লোক সংখ্যা ১০ হাজার হইতে ৫ লক্ষ এবং ইহার বাণিজ্য কয়েক লক্ষ টাকা হইতে ত্রিশ কোটী টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

ইংরেজদিগকে বঙ্গদেশে বদ্ধমূল দেখিয়া আর কতকগুলি ইউরোপীয় জাতি তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। ১২৬৩ অব্দে ফরাসীরা একটী ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপন করিলেন এবং চন্দন নগরে বাণিজ্যের কুটী নির্ম্মাণ করিলেন। ওলন্দাজেরা চুঁচড়ায় এবং দিনামারেরা শ্রীরামপুরে বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। বঙ্গদেশে ধুমধামের সীমা রহিল না। ইংলণ্ডে রাজবংশ পুনঃ স্থাপিত হইয়া ইংরেজদিগের সৌভাগ্যের পুনরুদয় হইল, বাঙ্গলায় কোম্পানিরও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

সস্তা খাঁ নামে এক ব্যক্তি বঙ্গদেশের নবাব ছিলেন। তিনি কোম্পানির অনেক অর্থ শোষণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের উপকার সাধনে ত্রুটি করিতেন না। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদেশে নূতন নবাব হইলে ইংরেজদিগকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া নূতন সনন্দ লইতে হইত, সস্তা খাঁ দিল্লীর রাজ-সভাসদ হইলে তাঁহারা ইহা হইতে অব্যাহতি পান। ডিরেক্টরেরা বঙ্গদেশে

আপনাদিগের বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া ইহাকে একটী স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সী করেন এবং হেজেস্ সাহেবকে প্রথম গবর্ণর করিয়া পাঠান। কিন্তু এই সময়ে ইংলণ্ডে আর একটী বৃহৎ কোম্পানি স্থাপিত হয় এবং পুরাতন কোম্পানির অপকারার্থ কতকগুলি ইংরেজ সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করেন। কোম্পানির হস্তে দস্যু দমনের ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তাঁহারা এককালে নিরাপদ হইবার জন্য নবাবের নিকট হুগলীর মুখে একটী দুর্গ নির্ম্মাণের প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে বিপরীত ফল ফলিল। নবাব ইহা শুনিয়া ভীত ও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাদিগের বাণিজ্যের উপর শতকরা ৩॥ টাকা করিয়া মাস্থল ধার্য্য করিলেন। ইংরেজদিগের বিনা মাস্থলে বাণিজ্য করিবার যে স্বত্ব ছিল, তাহা গ্রাহ্য করিলেন না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ এই সংবাদ শুনিয়া রাগান্ধ হইলেন এবং মোগল সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহারা ইংলণ্ডাধিপতি ২য় জেম্সের অনুমতি লইয়া জাহাজ কামান ও সৈন্য সহিত আডমিরাল নিকলসন্ সাহেবকে পাঠাইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পথে ঝটিকাতে অনেক গুলি জাহাজ নষ্ট হইয়া যায়। যাহা হউক সৈন্যগণ হুগলীনগরে আসিয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করেন। কিন্তু সেস্থান নিরাপদ নহে দেখিয়া ১৬৮৬ অব্দের ২০এ ডিসেম্বর সেনাপতি যব চার্ণক সুতানুটী গ্রামে প্রস্থান করিলেন। ইংরেজেরা তখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে এই স্থানে কলিকাতা রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইবে। এদিকে নবাব সৈন্যগণ লইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন, ইংরেজেরা গঙ্গাসাগরের নিকট ইঙ্গিলী দ্বীপে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এই স্থান অত্যন্ত পীড়াজনক, ইহাতে ৩ মাসে ইংরেজদিগের অর্দ্ধেক সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। এই সময়ে ইংরেজেরা ভারতবর্ষ হইতে মক্কা যাইবার পথ অবরোধ করিয়াছিল। সম্রাট আওরঙ্গজীব মুসলমানদিগের ধর্ম্ম সাধনের প্রতিবন্ধক দেখিয়া শত্রুগণের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিতেছিলেন, এমত সময়ে কাপ্তেন হিথ বহু সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ বঙ্গদেশে আসিলেন। ইহাতে সম্রাট কুপিত হইয়া ইংরাজদিগকে এককালে বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত করিলেন এবং তাহাদের এতদিনের বাণিজ্যের আশা সমূলে বিনাশ করিলেন।

---

# পবিত্রতা।

(কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।)

পবিত্রতা সমুদয় গুণের ভূষণ। ইহা মনুষ্যকে দেবত্ব প্রদান করে। পবিত্রতা শূন্য কিছুই সুন্দর নহে। ইহাই সাধুতা এবং সতীত্বের মূল। পবিত্রতা ভিন্ন কেহই সাধু এবং সাধ্বী হইতে পারে না। পবিত্রতা আমাদের প্রকৃত অবস্থা। ইহার অভাবই বিকৃতি। পবিত্রতাই মনুষ্যকে সৌন্দর্য্য, গৌরব, এবং মহত্ত্ব প্রদান করে।

অবৈধ সুখভোগ-স্পৃহা পবিত্রতার প্রতিকূল। ঈশ্বর-প্রেরিত দাম্পত্য-প্রণয় ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে শারীরিক পবিত্রতা বিনষ্ট করা নিতান্ত জঘন্য কার্য্য। বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষেরও এবিষয়ে সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। সতী স্ত্রী এবং সাধু পুরুষের হৃদয় ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত কিছুই করিতে চায় না। তাঁহারা যখন পরস্পরকে স্পর্শ করেন তখন তাঁহাদের আত্মা ঈশ্বরের পবিত্র আদেশ শ্রবণ করে। ইদানীং ভারতবর্ষে পবিত্র ধর্ম্ম বিকীর্ণ হইতেছে, অনেকেই দাম্পত্য প্রেমের স্বর্গীয় ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, প্রকৃত সতীত্ব এবং অকৃত্রিম সাধুতা কি তাহা অনেকেরই নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই স্বর্গীয় জ্ঞান অতি অল্প লোকেরই জীবনে পরিণত হইয়াছে। যে স্ত্রী সুখ-লিপ্সার অধীন হইয়া পতির প্রেম আকর্ষণ করে তাহাকে কখনও আমরা সতী কিম্বা নির্ম্মল-হৃদয় বলিতে পারি না এবং যে স্বামী বিলাস লালসার পরতন্ত্র হইয়া স্বীয় স্ত্রীর প্রতি অনুরাগী হয়, তাহার হৃদয়ও সাধুতা শূন্য। ভারতবর্ষীয় দম্পাতিদিগের অবস্থা এই সত্য দ্বারা পরীক্ষা করিলে নিতান্ত দুঃখিত হইতে হয়।

বাস্তবিক সাধুতা এবং সতীত্বের এই উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিলে, দেখা যায়, জগতে সতী এবং সাধুর সংখ্যা অতি অল্প। বর্ত্তমান ভারতবর্ষ প্রায় ৯০০০,০০০০ নয় কোটী স্ত্রীলোকের বাসস্থান। কিন্তু এই আদর্শমতে কয়টী ভারতমহিলাকে আমরা সতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি? নয় কোটির মধ্যে সহস্র স্ত্রীলোকও ইহা জানেন কি না সন্দেহ। আবার

যে অল্প সংখ্যক অবলা এই স্বর্গীয় ভাবের আভাস পাইয়াছেন তাঁহারাও চির-পোষিত মলিনভাবকে দমন করিতে না পারিয়া ইহার সঙ্গে জীবনের যোগ সাধন করিতে অক্ষম।

পর স্ত্রী এবং পর পুরুষের প্রতি মলিন ভাবে দেখিলে যে সাধুতা এবং সতীত্ব বিরহিত হইতে হয়, সহজ অবস্থায় ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু স্বীয় স্ত্রী এবং স্বীয় পতির প্রতি ঐ ভাবে দৃষ্টিপাত করাও যে ব্যভিচার ইহা অনেকেই বুঝিতে পারেন না, এবং যাঁহারা বুঝিতে পারেন তাঁহারাও অভ্যস্ত পাপ-নিবন্ধন সেই নরকের অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে অশক্ত। সুতরাং যে অবধি প্রচ্ছন্ন ভাবে এই প্রকার পাপ-শিখা প্রজ্বলিত থাকিবে সেই পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের বহির্গমন এবং স্বেচ্ছাচার প্রভৃতিকে স্বাধীনতা বলিয়া উল্লেখ করা আমাদের মতে নিতান্ত গর্হিত। যে সকল উপায় দ্বারা অন্তরতম এই পাপ-স্রোত রুদ্ধ হয়, অগ্রে সেই সকল অবলম্বন করিতে হইবে। পরে যখন দেখিব যে তাঁহাদের অন্তরে পবিত্রতা অগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া বিকৃত ভাব সকল ভস্মীভূত করিয়াছে, তাঁহারা পুরুষদিগের প্রতি পবিত্রভাব ধারণ করিয়াছেন—তখন তাঁহারা পুরুষদের সমাজে বিচরণ করিলে আমাদের আহ্লাদের সীমা থাকিবে না।

যাঁহারা মনে করেন যে স্ত্রীদিগকে সাধারণ সভাতে ও পরপুরুষদিগের নিকট যাতায়াত করিতে দিলেই এই পাপ বিদূরিত হইবে, আমরা বন্ধুভাবে বলিতেছি, ইহা তাঁহাদের ভয়ানক ভ্রম, এবং ইহা নিরাকৃত না করিলে নিশ্চয়ই অনেক অনিষ্ট উৎপন্ন হইবে। ইহাতে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ হইবে। আন্তরিক অপবিত্রতা এবং গুপ্ত পাপস্রোত ভারতসন্তানদিগের কল্যাণ পথ একেবারে অবরুদ্ধ করিবে। বিকৃত কামনা, যশোলিপ্সা যৌবন-সুলভ চপলতা, অবৈধ কৌতূহল ইত্যাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি শত শত যুবক যুবতীর হৃদয়ে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদের কোমল স্বর্গীয় ভাব সকল দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। অতএব আমাদের এই অনুরোধ যে অবধি অন্তরে পবিত্র অনুরাগ উদ্দীপ্ত না হয়—যে অবধি ভ্রাতাকে ভ্রাতা, ভগ্নীকে ভগ্নী বলিয়া হৃদয় স্বীকার না করে সে পর্য্যন্ত স্ত্রী-জাতি ও পুরুষ জাতিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া পবিত্রতা সঞ্চয় করিতে হইবে। নতুবা নিশ্চয়ই অপবিত্রতাজনিত দণ্ড ভোগ করিতে হইবে এবং আমাদের দোষে দেশ কলঙ্কিত হইবে।

---

## নূতন সংবাদ।

১। গত ফাল্গুন মাসে ভারত সংস্কার সভার অন্তর্গত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ এবং আরও কতকগুলি ভদ্রমহিলা 'এসিয়াটিক্ মিউসিয়ম,' নামক চিত্রশালিকা দেখিতে গিয়াছিলেন। আমাদিগের পাঠিকাগণ বোধ হয় শুনিয়াছেন, ঐ স্থানে সকল প্রকার আশ্চর্য্য পদার্থ ও মৃত জন্তু সংগৃহীত আছে এবং তাহা দেখিলে অনেক জ্ঞান পাওয়া যায়। এদেশের রমণীগণ যেরূপ অন্তঃপুর মধ্যে রুদ্ধ থাকিয়া চক্ষু থাকিতে অন্ধ, তাহাতে এইরূপ স্থানে গমন করিলে তাঁহাদের কৌতুক ও আশা অনেক পরিমাণে চরিতার্থ হইতে পারে। বাবু কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের উদ্যোগে এই কার্য্য হয় এবং তাঁহার অনুরোধে চিত্রশালিকার অধ্যক্ষ সাহেব হিন্দুমহিলাগণের সম্ভ্রম রক্ষার্থ বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সে দিন কেশব বাবু টাউন্ হলে যে বিষয় বলিয়াছিলেন, কার্য্যে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা আশা করি ছাত্রীগণ একবার গিয়া কেবল দর্শন সুখ চরিতার্থ করিয়া নিরস্ত হইবেন না, যাহাতে পুনঃ পুনঃ গমন করিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারেন এরূপ উপায় করা হইবে।

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে বিএ, এম এ, বিএল ইত্যাদি উপাধি দান করিবার জন্য টাউনহলে একটী মহাসভা হইয়াছিল। আমরা শুনিলাম আমাদিগের কয়েকটী ভগিনী সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। পুরুষসমাজে হিন্দু স্ত্রীগণের গমনের এইটী প্রথম দৃষ্টান্ত। কিন্তু এবিষয়টী যেরূপ গুরুতর, সেরূপ বিবেচনা সহকারে কার্য্য করা হইয়াছে আমাদিগের কোন মতে বোধ হয় না।

৩। রাণীগঞ্জের প্রসিদ্ধ মৃত গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিতের পত্নী শ্রীমতী দাড়িম্ব দেবী বাবু মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভায় ১০০০ এক হাজার টাকা সাহায্যদান করিয়াছেন। এদেশীয় স্ত্রীলোকের এপ্রকার সাধু দৃষ্টান্ত আমাদিগের পক্ষে যে কতদূর আনন্দজনক বলিতে পারি না।

৪। আমাদিগের মহারাজ্ঞীর কন্যা লুইসার বিবাহের যৌতুক দিবার নিমিত্ত বিলাতের পাঁচ হাজার কুমারী অর্দ্ধমুদ্রা করিয়া চাঁদা তুলিয়া একখানি সুন্দর ধর্ম্ম পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন।

৫। ব্রহ্মদেশের রাজা এক শ্বেত হস্তিশাবক ধৃত করিয়াছেন, সে স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধ পান করিয়া থাকে। রাজা এই জন্য অনেক গুলি দুগ্ধবতী রমণীকে রাজধানীতে রাখিয়া দিয়াছেন।

৬। গত বৎসরের শেষ দিন রাত্রি ১০॥ টার পর ভারত ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনা হয়। নিশীথ সময়ে উপা-

সনার যেরূপ গাম্ভীর্য্য হয় এরূপ আর কখনও নহে। গত বর্ষকে বিদায় দিয়া কি প্রকারে নববর্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে তদ্বিষয়ে উপদেশ হইলে এই গানটী হইল :—

"অনন্তকাল সাগরে সম্বৎসর হল লীন। সমাগত নববর্ষ জীবে করিতে শাসন।
যমদণ্ড লয়ে করে, আসিতেছে ধীরে ধীরে, কে জানে কখন কারে, করিবে কেশাকর্ষণ। থাক হে প্রস্তুত হয়ে, পথের সম্বল লয়ে, কখন ত্যজিতে হবে এভব পান্থ ভবন।
মাস ঋতু সংবৎসর, জরা মৃত্যুর অধিকার, নাহিক যথায় চল তথায় করি গমন; মিলিয়া অনন্ত যোগে, ভাব নিত্য অনুরাগে, কাল ভয় নিবারণে হৃদি মাঝে অনুক্ষণ ॥"

৭। বিলাত হইতে আমাদিগের একজন আত্মীয় লেখেন, ইংরাজী বর্ষের শেষ দিন মধ্যরাত্রে বিলাতে এইরূপ উপাসনা হইয়া থাকে। গতবারে একটী উপাসনা স্থলে অনেকগুলি ইংরেজ রমণী একত্র হইয়া সমস্বরে এই বাঙ্গলা সঙ্গীতটী গান করেন :—

দিবা অবসান হল কি কর বসিয়া মন, উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন। আয়ু সূর্য্য অস্ত যায় দেখিয়া দেখ না তায়, ভুলিয়া মোহ মায়ায় হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান। নিজ হিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও, ভব কর্ণধার তিনি পাপসন্তাপ হরণ॥

বৎসর শেষ হইলে গত জীবন আলোচনা করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক নূতন জীবনে প্রবৃত্ত হওয়া সকলেরই পক্ষে কর্ত্তব্য।

---

## বামাগণের রচনা।

বঙ্গদেশ মধ্যে বিধবা রমণীর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিবার রীতি বহু দিবসাবধি প্রচলিত রহিয়াছে। এই ঘৃণিত নিয়ম কেবল ইতর লোকের গৃহেই বিদ্যমান আছে এমত নহে, অনেক ভদ্রলোকের বাটীতেও ইহার বিদ্যমানতা শ্রুতিগোচর হয়। বিধবা হইলেই বিবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, এটী এদেশের অনেকের সংস্কার হইয়া গিয়াছে। অনেক পিতা মাতা শ্বশ্রূ ননদ ও অন্যান্য পরিজনগণ পদে পদেই বিধবাদিগের ছল অন্বেষণ করেন। বিধবা যদি উত্তম বস্ত্র পরিধান করে, উত্তম শয্যায় শয়ন করে, উত্তম দ্রব্য আহার করে, আসনে উপবেশন করে, এবং সমবয়স্ক রমণীদিগের সহিত হাস্য করে, তাহা হইলে অনেক গৃহিণী খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। আত্মজন যদি সুশীল বুদ্ধিমান হয় কথঞ্চিৎ রক্ষা থাকে, নতুবা উপদ্রবের পরিসীমা থাকে না। আমরা অনেকবার অনেকের মুখে শুনিয়াছি ও অনেক স্থানে দৃষ্টিগোচর করিয়াছি যে, অমুক তাঁহার বিধবা ভগিনীর নাসিকা কর্ত্তন করিতে গিয়াছেন, অমুক তাঁহার বিধবা

কন্যাকে প্রত্যহ পাদুকা প্রহার করিতেছেন, অমুক তাঁহার বিধবা পুত্র বধূকে ধানে ভাতে খাওয়াইতেছেন, এ সকল নিদারুণ বাক্য শুনিলে দেশের প্রতি স্বভাবতই অশ্রদ্ধা জন্মে। ভদ্রলোকদিগের গৃহের কুসংস্কার অনেকাংশে পূর্ব্বমত রহিয়াছে। গুণাধার পরিজনেরও অপ্রতুল নাই। একেত স্ত্রীলোকেরা দাসীত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া গৃহে সর্ব্বদা কণ্ঠিত হইয়াই বাস করে, তাহার উপর শাসন কর্ত্তার পশুবৎ ব্যবহার তাহাদিগের পক্ষে কতদূর কষ্টকর হয় সাধারণে অনায়াসেই তাহা অনুভব করিতে পারেন।

---

## চিত্র-কাব্য।

শ্রী হীন হতেছে দেহ তোমারে না স্মরি।
ম জাইছে ছয় রিপু ছল বল করি॥
তী ক্ষ্ণবুদ্ধি দেহ নাথ করি নিবেদন।
ল ভিতে পারি হে যেন তব প্রেম ধন॥
ক্ষী ণ হলো মম প্রাণ রহিতে না পারি।
ম ঙ্গল ময়ের কিসে পাব প্রেমবারি॥
নি কট হইল কাল জ্বলিছে জীবন।
দে খ দেখ দীননাথ রেখ নিবেদন॥
বী রেশ্বর বীরজয়ী এসো হৃদাসনে।
ক রুণা কর হে পিতা ঠেলনা চরণে॥
লী ন হই যেন প্রভু চরণে তোমার।
কা ল পূর্ণ যেই দিন হইবে আমার॥
তা পিতা হইয়া কাঁদি দেহ দরশন।
বা সনা পুরাও নাথ পাতকনাশন।
গ তি হীনা ডাকিতেছে অগতির গতি।
বা রেক কটাক্ষ কর অখিলের পতি॥
জা নিনা ভজন পূজা ওহে দয়াময়।
ব মণীরে রাখ নাথ দিয়া পদাশ্রয়॥

## ৬ষ্ঠ ভাগ বামাবোধিনীর সংখ্যা অনুসারে সূচীপত্র।

বৈশাখ—৮১ সংখ্যা।



জ্যৈষ্ঠ—৮২ সংখ্যা।



আষাঢ়—৮৩ সংখ্যা।



শ্রাবণ—৮৪ সংখ্যা।



ভাদ্র—৮৫ সংখ্যা।

## ৬ষ্ঠ ভাগ বামাবোধিনীর বিষয় অনুসারে সূচীপত্র।

G. Chatterjea & Co's Press, 115, Amherst Street.